ইস্টিশন
প্রকাশনা
নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত
ইসলামের নয়কাহন
সুষুপ্ত পাঠক

ইসলামের নয়কাহন

সুষুপ্ত পাঠক

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

ইসলামের নয়কাহন

সুষুপ্ত পাঠক

প্রথম ইবুক প্রকাশ: আগষ্ট, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Islamer NoyKahon. by Susupto Pathok

Istishon eBook
First eBook Published in **August, 2017**
Created by: NoroSundor Manush

“রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।”

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উ ৎ স র্গ

হে নতুন, তোমার উদ্দেশ্যে...

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

ভূমিকা

প্রশ্ন আর উত্তরের মাধ্যমে যুক্তির নামে কুযুক্তি, সত্যের নামে মিথ্যা প্রচারের জনপ্রিয় ধর্মীয় বিতর্কগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমার দ্বিতীয় ই-বুক ***ইসলামের নয়কাহন***-এ। কতটুকু সফল হতে পেরেছি সে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। আমি কেবল চেষ্টা করেছি সত্যের সূত্রগুলোকে একত্র করে এক সূত্রে বাঁধতে। কাবাঘর কেন অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল না- এরকম মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে চেয়েছি ভাবনার দুয়ারে কুঠারাঘাত করতে। সবই আগামী দিনের তরুণ তরুণীদের চিন্তার মুক্তির উদ্দেশ্যে...। সব শেষে **নরসুন্দর মানুষ**-কে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর খাটো করতে চাই না। এটুকুই বলার আছে, আমার মত অলস কাউকে দিয়ে দু-দুটো বই প্রস্তুত করিয়ে নেয়ার সব ক্রেডিট তাঁর একার। এই প্রচেষ্টা মুক্তচিন্তার অগ্রসরতার পথে নির্ভিক আপোষহীন সংগ্রাম...।

সুষুপ্ত পাঠক

ব্লগার, এক্টিভিস্ট

আগষ্ট, ২০১৭

নিশ্চিত না হয়ে বাবা বলে একজনকে বিশ্বাস করতে পারলে আল্লাহকে নয় কেন?

-আচ্ছা নাস্তিকরা ঈশ্বরকে দেখা যায় না বলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা কি নিশ্চিত যাকে তারা বাবা হিসেবে জানে সেটাই তাদের বাবা? তারা কি সেটা নিজের চোখে দেখেছে যে তাদের বাবার বীর্যেই তাদের জন্ম হয়েছে? এটা তো নিশ্চত না হয়েই দিব্যি বাবাকে বিশ্বাস করছে, তাহলে ঈশ্বরকে না দেখে বিশ্বাস করা যাবে না কেন?

-তুমি 'ঘোড়ার ডিম' বিশ্বাস করো?

-না। কারণ ঘোড়া ডিম পারে না, বাচ্চা প্রসব করে।

-ঠিক তেমনি যৌন সম্পর্ক ছাড়া সন্তান জন্ম যেহেতু সম্ভব না সেহেতু আমার যে একজন বাইলোজিক্যাল পিতা আছে সেটা দিনের আলোর মত সত্য। তবে যাকে বাবা বলে জানি তিনিই সেই জন্মদাতা কিনা সেটি জিজ্ঞেস কোন সন্তানই করে না। তুমিও করোনি। এটি সামাজিক একটি সম্পর্ক। এরকম বাস্তব প্রমাণিত সত্যের সঙ্গে ঈশ্বরকে না দেখে বিশ্বাস করার তুলনা হয় না। এটা যুক্তি নয়, কুতর্ক।

-তাহলে তোমার যুক্তি অনুসারেই বলি, ঈশ্বরকে দেখা না গেলেও আমাদের একজন বাইলোজিক্যাল ঈশ্বর আছেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

-না, আমাদের কোন ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। এটা তোমরা ঈশ্বর বিশ্বাসীরাই রোজ ব্যবহারিক জীবনে করে দেখাচ্ছো কিন্তু বুঝতে পারো না।

-কি রকম?

-তুমি তো বিবাহিত, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়েছো; কনডম ব্যবহার করো না?

-ইয়ে...হ্যাঁ...

-কেন করো? করো কারণ যাতে অনাকাঙ্খিত সন্তান জন্ম না নেয়। অথচ তোমরা বিশ্বাস করো ঈশ্বর বা আল্লাহ পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্ম নিয়েছে সবই তার ইচ্ছায়। তাহলে কেন কনডম ব্যবহার করে জন্মরোধ করতে চাও? আমাদের দাদা-নানাদের ১২-১৩ জন করে সন্তান হতো। এখন দুটোর বেশি সন্তান কেউ নেয় না। আর এটা নিশ্চিত হয় জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অথচ তোমাদের উচিত এসব ব্যবস্থা বাদ দিয়ে আল্লাহর উপর মানুষ জন্মের ভার ছেড়ে দেয়া। তিনিই তো সব নির্ধারণ করে দিয়েছেন কে জন্মাবে-তাই না?

-আসলে তোমরা চাও ঈশ্বর আকাশ থেকে নেমে এসে দেখা দিক। তাহলেই তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে?

- আকাশের কথা তুলে ভাল করেছো, একটা প্রশ্নের উত্তর দেও তো, তোমরা ঈশ্বরকে ডাকতে আকাশের পানে চাও কেন? বল কেনো ‘উপরঅলা’?

-আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপরে তার আরশে থাকেন।

-তুমি কি জানো আমাদের পায়ের নিচে যে মাটি- তার নিচেও আকাশ?

-এ্যাঁ-হ্যাঁ...

-কিন্তু এসব খুব বেশিদিন আগে মানুষ জানত না। সহজ করে বললে, আমাদের পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান এক গোলক যার উপর নিচ সবখানেই শূন্যতা- মানে

আকাশ। আমেরিকা ঠিক আমাদের পায়ের নিচে, সেখানেও একজন আকাশের দিকে চেয়ে ভাবেন তার মাথার উপরে ঈশ্বর থাকেন!

-এটা দিয়ে কি বুঝানো হলো?

-এটা দিয়ে বুঝানো হলো ঈশ্বর নিজেও ভাবেন তিনি মানুষের মাথার উপর আকাশে বসবাস করেন! আমাদের বুদ্ধি লেভেল তখন যে পর্যন্ত ছিল আমাদের ঈশ্বরদের জগত সম্পর্কে ধারণাও সেরকম ছিল।

-আল্লার কি ঠেকা পরছে তোমাদের বিশ্বাস করাতে!

-আমারও কিন্তু সেই কথা, আমি নিম্মাঙ্গের চুল না কাটলে তার কি ঠেকা? উনি কেন এসবের হিসাব রাখেন? অথচ দেখো তাকে বিশ্বাস না করলে আগুনে পোড়ানোর জন্য বিশাল বিশাল সব চুলা এখনি বেহুদা জ্বালিয়ে বসে আছেন! তার মানে উনার পুরাই ঠেকা আমাদের জন্য!

-চটুল আলাপ বাদ দাও। সব কিছুরই একটা সৃষ্টিকর্তা আছে। এই যে তোমার হাতের মোবাইলটা এটারও একজন সৃষ্টিকর্তা আছে...

-ভাই দোহাই তোমার, এই পঁচা দুর্গন্ধ কাসুন্দিটা আর ঘেটো না। তোমাদের হুমায়ূন আহমেদও সেটা ঘেটেছিল। এই থিউরীর জন্মদাতার নাম ইউলিয়াম প্যালে। তিনি কিন্তু একজন খ্রিস্টান। তোমাদের ভাষ্যমতে উনি নিশ্চিত দোযগে যাবেন। তো তিনি বলেন, জীবদেহ একটা নিখুঁত ঘড়ির কাঠামোর মত। আর এই নিখুঁত ঘড়িটি নির্মাণে নিশ্চয় কোন বুদ্ধিমান কারিগর আছেন। ডারউনের বিবর্তণবাদ আসার আগে প্যালের এই থিউরী খুবই জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পৃথিবীর জীবজগত ধাপে ধাপে এক সুক্ষ্ম বিবর্তণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে- এই আবিস্কার 'একজন নিঁখুত কারিগরকে'

সরাসরি নাকোচ করে দেয়। তবু তর্কের খাতিরে বলি, ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করলে তাকে কে সৃষ্টি করল?
-হা হা হা... পাগল! তোমরা নাস্তিকদের অজ্ঞানতা দেখলে হাসি পায় জানো! কি প্রশ্ন!

-ভাই, মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন আর চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিল বলেই আজকে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো। নইলে এখনো মরুভূমিতে উটের উপর বসে যাতায়াত করতে। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন উট, ঘোড়া, গাধা এসব বানিয়েছি তোমাদের বোঝা বহন করার জন্য। তোমাদের পথ চলার জন্য। এমনকি মিরাজের বাহনও একটা খচ্চর জাতীয় উদ্ভট জন্তু! কোন স্পেসযান নয়!

-আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি সব সময়ই ছিলেন। তিনি আদি ও অনন্ত...।

-এটা তো সম্ভব না। স্থান-কালের সূচনা না হলে তিনি কেমন করে চিরকাল থাকেন। তার মানে ঈশ্বরেরও একটা সূচনা আছে! হিন্দু ধর্ম বলে ঈশ্বর সয়ম্ভূ মানে নিজে নিজেই সৃজিত হয়েছেন। তা ঈশ্বর যদি নিজে নিজেই সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এই বিশ্বজগত কেন নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারবে না?

-তার মানে ঈশ্বর নাই?

-ঈশ্বর থাকলেও তোমাদের বিশেষ কোন লাভ নেই কিন্তু।

-মানে?

-এসো ধরে নেই ঈশ্বর আছেন। এবার দেখি তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে বাঁচায়, খাওয়ায়, রক্ষা করে কিনা...। এই পৃথিবী একটা লজিকে চলে। এই যে ছোট ইটের টুকরোটা, এটা যদি কোটিবার উপর থেকে শূন্যে ফেলতে থাকি তাহলে কোটিবারই

নিচে গিয়ে পড়বে। একবারও কি সেটি উপরে উঠে যাবার বা মাঝখানে থেমে যাবার চান্স আছে?

-না।

-কারণ কি? মধ্যাকর্ষণ শক্তি। এটি একটি নিয়ম। এই নিয়মেই পৃথিবীর গায়ে আমার লেগে আছি। মহাশূন্যে ছিটকে পড়ছি না। তো, এই মহাকর্ষ বিধানটির ক্রেডিট আসো ঈশ্বরকে দেই। তিনিই বুদ্ধি করে আঠার মত লেগে থাকা মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়েছেন। এখন বলো তো, এই বিধান কি ঈশ্বরের লঙ্ঘন করার কোন জো আছে? তিনি কি সেটা করতে পারেন? এ কারণেই বিজ্ঞানের জগতে বলা হয় 'ঈশ্বর' তার নিজের নিয়মের জালেই বন্দি। নিউটনের তিনটি সূত্র জগতকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করেছে। এ পর্যন্ত জগতের প্রতিদিনের দিনরাত্রীর নেপথ্যে যেসব কারণ জানা গেছে তার সবকটিই একটি নিয়ম। সেই নিয়ম ভেঙ্গে তোমাকে কিছুতে তোমার ঈশ্বর সাহায্য করতে পারবেন না। ধরো তোমার শত্রু তোমাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। তোমার কোন দোষ নেই, তোমাকে বাঁচাতে দ্বিতীয় কোন লোক নেই, তুমি ধাক্কা খেয়ে নিউটনের সূত্রকে নিপূণভাবে মান্য করে নিচে পতিত হতে থাকলে, আর চিৎকার করে পরম করুণাময় একজন ঈশ্বর আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকলে, তিনি কি সব নিয়ম ভেঙ্গে, মধ্যাকর্ষণ আইনকে বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে তোমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবেন? রাখবেন না। তোমার প্রতি শত করুণা থাকার পরও বেচারার কিছু করার নেই। তো এরকম একজন অর্থব ঈশ্বর তোমার থাকলেই কি আর না থাকলেই কি?

-মিরাকল বলতেও তো কিছু আছে। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া। যেমন ধরো, চারতলা থেকে পড়েও একটা ছোট বাচ্চা বেঁচে গিয়েছিল। পত্রিকায় পড়েছিলাম।

-আমিও সেই নিউজ পড়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাইশজন গ্রামবাসীকে লাইনে দাঁড় করে ব্রাশ ফায়ার করা হয়েছিল। একুশজনই মারা গিয়েছিল কেবল আমার এক নানা লাইনে থেকেও বেঁচে গিয়েছিলেন। সারা জীবন তিনি এটাকে ভাবতেন আল্লাহতালার বিশেষ রহমত তার উপর। এই যে উনার মনে হওয়া এটাকে তো তিনি অলৌকিক, মিরাকল ভাবতেই পারেন। কিন্তু এই ঘটনায় কি কোথাও জগতের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে? নানার গায়ে গুলি লাগেনি তাই বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে পৃথিবীর কোন সূত্র লঙ্ঘিত হয়নি। তাই চারতলা থেকে নিচের টিনের চালায় পড়ে একটা বাচ্চা বেঁচে থাকলেও একইভাবে কোন সূত্র লঙ্ঘিত হয় না। তবে হ্যাঁ, এখানে 'নিয়মের মধ্যে থেকে' ঈশ্বরের একটা বিশেষ কৃপা করার সুযোগ থেকে যায় বৈকী!

-মানছ তাহলে?

-আগে সবটা বলি শোন। মাত্র ৫০ বছর আগে এদেশে ছোট ছোট শিশুরা কলেরায় মারা পড়ত। পেটের অসুখে বিনা চিকিৎসায় বাবা-মার চোখের সামনে সন্তান মারা যেতো। পৃথিবীতে এই ধরণের মহামারী কত হাজার বছর পর্যন্ত ছিল তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু এই সেদিন খাওয়ার স্যালাইন আবিষ্কার করার ফলে এখন খোদ বাংলাদেশেই শিশু মৃত্যুর হার একদমই কমে গেছে। আমার মায়ের কাছে শোনা তাদের ছোটবেলার ঘটনা শোন। তাদের আশেপাশের সাত-আট ঘরের সবাই বসন্ত রোগে মারা গেলেও 'আল্লার অশেষ রহমতে' তাদের কোন ভাই-বোনের শরীরে একটা গোটাও উঠেনি। আল্লাহর সম্ভবত সবার জন্য রহমত বর্ষণ করার সুযোগ নেই- কি বল? তাই মাঝে মাঝে খুবই রহস্যজনকভাবে বিশেষ কাউকে কাউকে রহমত করে ফেলেন। অথচ দেখো, বিজ্ঞান আজকে বসন্ত নামের একদা ভয়ংকর একটি রোগকে পৃথিবী থেকেই বিদায় করে দিয়েছে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে যে কোটি কোটি মানুষ অকালে মারা পড়ত সেই মৃত্যুটা রোধ করা গেছে। কি বুঝলে এখান থেকে?

-কি বুঝব?

-তোমার ঈশ্বরের ক্ষমতা।

-আল্লাহতালাই রোগই দিয়েছেন, আল্লাহতালাই তার ঔষধ বাতলে দিয়েছেন।

-ভাল বলেছো। আলোচনাটা এবার সমাপ্তির দিকে টেনে এনেছো। ধরো বসন্তের টিকা যে ঈশ্বর মানুষকে বাতলে দিয়েছেন উনি কি তোমাদের ঈশ্বর, মানে তোমাদের মুসলমানদের আল্লাহ?

-অবশ্যই! আল্লাহ একজনই। তিনিই সব কিছু করেন। ইহুদী-খ্রিস্টানরা তার অবাধ্য হওয়াতে তারা এখন বিপথগামী। আল্লাহর সর্বশেষ মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম...।

-বেশ, তাই মেনে নিলাম। এবার দেখো গুটি বসন্তের আবিস্কারক কে- এডওয়ার্ড অ্যান্থনি জেনার। উনি ১৭৯৬ সালে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য বসন্ত ছিল এক মৃত্যুদূত। ভারতবর্ষে তো এই রোগকে কেন্দ্র করে একজন দেবীকে পূজা দিয়ে খুশি করা হতো যাতে মানুষের উপর ক্ষতিটা কম হয়।

-এতে কি প্রমাণ হলো?

-এতে প্রমাণ হলো তুমি যদি দাবী করো তোমাদের আল্লাহ একজন মুসলমান বা তোমাদের কথাই শোনেন- তাহলে তোমার দাবীর যদি সামান্যতম সম্ভাবনা থেকে থাকে তাতে মনে হয় ঈশ্বর একজন ইহুদী বা খ্রিস্টান! এ পর্যন্ত মৌলিক আবিস্কারের জন্য নোবেল প্রাইজের যে তালিকা দেখি, সেখানে কিন্তু ঐ ধর্ম সম্প্রদায়েরই জয় জয়কার। কারণটা কি বল তো?

-এতে কিছু প্রমাণ হয় না!

-হয় বন্ধু! এতে প্রমাণ হয় উহারা জ্ঞানের চর্চা করেন। আমাদের মত ধর্মচর্চা করেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদীরা বুঝেছিল ঈশ্বর হয় মরে গেছেন নয়ত তিনি

কোনদিনই ছিলেন না। তাই ওরা লেখাপড়া আর জ্ঞান অর্জনে মনোযোগ দিয়েছিল। ধর্মকর্ম থেকে মনটা প্রগতির দিকে ফিরিয়েছিল।

-মুসলমানরাও একসময় জ্ঞানবিজ্ঞানে অনেক এগিয়েছিল। তারাও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিল।

-করেছিল কারণ তখন মুতাজিলা নামের একটা ইসলাম সংস্কারক গোষ্ঠির জন্ম হয়েছিল বাগদাদকে কেন্দ্র করে। স্বয়ং বাদশা হারুনুর রশীদ ছিলেন মুতাজিলা মতবাদে বিশ্বাসী। এই মুতাজিলারা ছিল এক প্রকারের সংশয়বাদী। এরা কুরআন-হাদিস চর্চা থেকে পৃথিবীর বিজ্ঞান, সাহিত্য শিল্প নিয়ে চর্চাকে উন্নতির মূল চাবিকাঠি বলে জানত। এ কারণেই তখনকার যুগে কিছু মুসলিম বিজ্ঞানী আর দার্শনিকের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মূলধারার মোল্লাদের হস্তক্ষেপে সেই মুক্তচিন্তার আন্দোলনের অবসান ঘটে। ইমাম গাজ্জালি হচ্ছে সেরকমই একজন ইসলাম সংস্কারক যিনি বাগদাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদলে ফের কুরআন-হাদিসের শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে আসেন এবং মুক্তচিন্তক মুতাজিলাদের হত্যা করেন...।

-যাও এত কচকচানি করো না। যুক্তি দিয়ে দুনিয়াতে সব মেলে না। বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর...।

-এই এতক্ষণে তুমি একটা খাঁটি অবস্থান নিলা। এটাই বিশ্বাসীদের মূল থিউরী। যুক্তি মানেই মুক্তি। বিশ্বাস কখনও যুক্তি দিয়ে খাড়া থাকে না। বিশ্বাস করতে হয় অন্ধভাবে। তুমি শুরুতে যেটা করেছিলে সেটা ছিল যুক্তি। সেই যুক্তি যে কতটা ভঙ্গুর তোমার বিশ্বাসের জন্য এবার ভেবে দেখো। এরপর ধর্ম নিয়ে অকারণে যুক্তিকে টেনে এনো না। স্রেফ একটা মাঁমদোভূত কিংবা শাকচুন্নিকে বিশ্বাস করতে কোন যুক্তি লাগে না। এমনকি জীবনে একবারও এদের সাক্ষাৎ না পেয়েও মানুষ এদের কথা ভেবে রাতে একা বাথরুমে যেতে ভয় পায়।

-আচ্ছা, তোমরা গুটি কয়েক নাস্তিক যুক্তি দিয়ে সব বাতিল করে দিচ্ছো। অথচ দেখো, কোটি কোটি মানুষ এসবকে মান্য করছে। রোজ সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ আজান শুনে পাঁচবার করে নামাজ পড়ছে। কিছুই যদি না থাকবে তাহলে এত মানুষ মানছে কেন? হজের সময় কত লোক সমবেত হয় একসঙ্গে জানো?

-কুম্ভমেলার নাম শুনেছো? হিন্দুদের এই মেলায় ২০১৩ সালের হিসাব অনুসারে ১০ কোটি হিন্দু তীর্থস্নান করতে সমবেত হয়েছিল। অথচ একজন মুসলিম হিসেবে তো তোমার কাছে কুম্ভস্নান পুরোটাই ভুয়া তাই না? কাজেই কোটি কোটি অন্ধবিশ্বাসী রোজ কোন একটি কাজ সারা দুনিয়াতে একসঙ্গে করলেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয় না। পৃথিবী একটা মহিষের দুই শিংয়ের উপর- এরকম বিশ্বাস এক সময় পৃথিবীর মানুষ বিশ্বাস করত- তাতে কি কিছু প্রমাণিত হয়েছে? একটা ভেড়ার পালে অনেকগুলো ভেড়া থাকে, কিন্তু তাদের চালায় একটা মাত্র রাখাল। তোমাদের বুদ্ধু বানিয়েছে ঐ রাখালটাই!...

-দেখো, এ কারণেই আমাদের আল্লাহপাক বলেছেন যেখানে দেখবে দ্বিনের বিরুদ্ধে কথা হচ্ছে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। আসলে তোমাদের দিলে মোহর আঁটা আছে, আল্লাহ নিজে তোমাদের হেদায়েত না দিলে তো হবে না। আল্লাহ তোমার হেদায়াত দিক, আমিন...।

-বুঝছি এবার তোমার স্থান ত্যাগের সময় হয়েছে...।

৭ মার্চের ভাষণ কি সুরা তওবা'র অনুরূপ?

এলাকার এক ছোট ভাই তার বন্ধুকে নিয়ে এসেছে আলাপ করতে। বন্ধুটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। টাকনুর উপরে প্যান্ট ওঠানো। মুখে হালকা দাড়ি। এ দাড়ি শখের না দেখলেই বুঝা যায়। বিশেষ কোন ফিলোসফিকে ফলো করে এই দাড়ি বেড়ে উঠছে। যাই হোক, আপনাদের কাছে ধানাই পানাই না করে মূল আলাপে যাই। তার আগে বলে নেই এই দুজনের আগমণের হেতু। এলাকার ছোট ভাইটি জাকির নায়েকের মুরিদ হব হব করছে কিন্তু তার মধ্যে আগে থেকে সাহিত্য দর্শন ইতিহাস পাঠের যে রুচি গড়ে উঠেছিল সেটি তাকে দ্বিধাগ্রস্থ করে রাখছে এখনো। এসব নিয়ে সে আমার কাছে আলাপ করতে আসে মাঝে মাঝে। আমার কাছে জেনে সে আবার তার এই বন্ধুটির কাছে গিয়ে আলাপগুলো যাচাই করে। সেভাবেই ছোট ভাইয়ের বন্ধুটি আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক জানিয়ে সাক্ষাত করতে চেয়েছে। আমিও সানন্দে রাজি হয়েছি। সেই কারণেই আজ তাদের আগমন।

ছোট ভাইয়ের বন্ধুটি প্রশ্ন করল, আপনারা কুরআনে সন্ত্রাসবাদী আয়াত আছে বলে দাবী করেন, এক্ষেত্রে আপনারা সুরা তওবার এই আয়াতটি ব্যবহার করেন, *'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক'।* ...আচ্ছা ভাইয়া, আপনি শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছেন নিশ্চয়। সেখানে তিনি পাকিস্তানীদের ভাতে মারার পানিতে মারার কথা বলেছিলেন না? এটা যদি সন্ত্রাসী ভাষণ না হয় তাহলে 'মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও' কেন সন্ত্রাসী কথা হবে? দুটোই তো যুদ্ধের আহ্বান!

আমি একটু স্মিত হেসে বললাম, ছোট ভাই তুমি বঙ্গবন্ধুর অন্ধ ভক্ত এমন কাউকে দেখেছো জীবনে?

-অবশ্যই দেখেছি। আমার পরিচিতদের অনেকেই তেমন আছেন।

-ওকে, তো তাদের কাউকে কি তুমি দেখেছো পাইপ টানতে আর বলতে যে আমাদের মহান নেতা পাইপ খেতো তাই এটা আমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। কিংবা বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা মুজিব কোট পরেন কারণ তারা মনে করেন এটা পরা খুবই পূণ্যের কাজ? এরকমটা তারা বলেন না করেনও না। কারণ বঙ্গবন্ধু একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তার রাজনৈতিক আদর্শকে সহমত জানিয়ে তার ভক্ত হয়েছিলেন উনারা, অথবা নিছক ব্যক্তিগত ভাল লাগাই তাদের ভক্ত হবার একমাত্র কারণ। কিন্তু একজন নবীর জীবনকে অনুসরণ করা একজন ধার্মীকের জন্য খুবই পূণ্যের কাজ। নবী যেভাবে খেতেন, যেভাবে কথা বলতেন, যে পোশাক পরতেন, যে খাবার খেতেন সবই তার অনুসারীদের জন্য সুন্নত। এমন কি মধ্যযুগে তখনো টুথব্রাশ আবিষ্কার হয়নি বলে একটা বিশেষ গাছের ডাল দিয়ে তিনি দাঁত মাজতেন বলে এই আধুনিক যুগেও তার অন্ধ ভক্তরা ব্রাশ ফেলে গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজে!...

-ভাইয়া ৭ মার্চের ভাষণটা...

-বলছি শোন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে ভাতে মারার, পানিতে মারার কথাটা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতিরোধের কথা বলা হয়েছে। এই জল হাওয়ার বাংলায় এসে পাঞ্জাবী সৈনিকদের জন্য আমরা পরিস্থিতি কঠিন করে তুলব তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি ভাষণে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার কথা বলেছেন। অর্থ্যাৎ প্রতিরোধ গড়ার কথা বলেছেন। এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে বলেছেন। এখানে পুরোটাই প্রতিরোধ যুদ্ধের কথা বলছেন। কাজেই তোমার প্রথম

অভিযোগ ভুল, ৭ মার্চ ভাষণে বঙ্গবন্ধু কোন রকম সন্ত্রাসের উসকানি দেন নাই। কিন্তু সুরা তওবায় ওঁত পেতে বসে থাকতে বলেছেন হত্যা করার জন্য, যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই। এখানে কি প্রতিরোধ করতে বলা হয়েছে? না বলা হয়নি।

-এটা তো আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে একজন সেনা নায়েকের যে আহ্ববান সেটাই কুরআনে বলা হয়েছে। মুশরিক আরবরা মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করেছিল। সেই জুলুম থেকে বাঁচতে মুসলমানরা যুদ্ধ করে নিজেদের স্বাধীন করেছে। তো যুদ্ধে একজন সেনা নায়ক কি বলেন, বলেন শত্রু পক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তাদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করো। সেকথাই কুরআনে সুরা তওবায় আল্লাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন।

-দেখো, ৭ মার্চের ভাষণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান ছিল সত্য। কিন্তু এই ভাষণটি এখন স্রেফ ইতিহাসের অংশ মাত্র। আমরা স্বাধীন হয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখন আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে। সার্কে বাংলাদেশ পাকিস্তান পরস্পর সহযোগী রাষ্ট্র। তাই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি এখন আমাদের জাতিগত সম্পদ, ইতিহাসের অংশ মাত্র। তিনি নবী ছিলেন না। উনার উপর কোন ঐশ্বিগ্রন্থ নাযিল হয়নি। এমন না এই ভাষণটি ঐ ঐশ্বিগ্রন্থে লেখা রয়েছে এবং সেই ভাষণটির ভাষ্য তার অনুসারীদের জন্য জীবন বিধান। কাজেই কুরআনের বাণীর সঙ্গে অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের বাণীর তুলনা চলে। তা না করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কুরআনের সূরার সঙ্গে তুলনা করে অত্যন্ত কাঁচা একটা কাজ করেছো।

-আচ্ছা, ভাষণ বাদ দেন, মুসলমানরা কি আত্মরক্ষার্থেও যুদ্ধ করতে পারবে না?

একটা সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা স্ট্রেতে রেখে বললাম, আয়াতটা যদি ভাল করে পড়ে থাকো তাহলে খেয়াল করেছো কি, শুরুতে কি বলা হয়েছে- *'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে'*- এর মানে কি? এর মানে আরব

পৌত্তলিকদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল ১২ মাসের মধ্যে বিশেষ চারটি মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস বা পবিত্র মাস তাদের দেবতাদের কাছে। এই মাসগুলোতে আরবের কোন গোত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তপাতে জড়াতো না। এই সময় সব আরব গোত্র নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করত। মজাটি কি জানো, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ইসলামের আল্লাহ কি করে পৌত্তলিক কাফেরদের এইসব 'পবিত্র মাসের' বিশ্বাসকে নিজেও পবিত্র বলে গোণ্য করেন? তিনি না ইব্রাহিম নবী মাবুত! তিনি না মুসা ঈসার মাবুত? কই তুমি একজনও ইহুদী খ্রিস্টানকে পাবে যারা বিশেষ আরবি চারটি মাসকে পবিত্র বা নিষিদ্ধ বলে মান্য করে বা সেসময় করত? পাবে না। সুরা তওবাতে দেখবে ৩৬ নম্বার আয়াতে বলা হচ্ছে চারটি পবিত্র মাস আল্লার কাছেও অতি পবিত্র! যাই হোক, এই প্রসঙ্গে চলে গেলে অন্য আলাপ শুরু হয়ে যাবে। তাই প্রসঙ্গে ফিরি। তো বলছিলাম *'অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে'*- তারপর কি বলা হয়েছে *'মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করবে'* –তাই তো? তাহলে এবার তুমিই বলো, এই আক্রমণের উশকানিটা কি আত্মরক্ষার্থে হয়েছিল? যে চারটি মাসে হত্যা রক্তপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে মুসলমানদের বলা হচ্ছে মুশরিকদের জন্য গোপনে ওঁত পেতে থাকো আক্রমন করা জন্য। এবং বলা হচ্ছে, এই চারটি মাস মুশরিকরা স্বাধীনভাবে জমিনে ঘুরাঘুরি করুক, তারপরই তাদের ধরে ধরে জবাই করা হবে। তুমি কি এটাকে আত্মরক্ষা বলবে? কিংবা 'যুদ্ধ' তাও কি বলতে পারবে? তুমি কখনো শুনেছো যুদ্ধে আঁততায়ীর মত পিছন থেকে আঘাত করা হয়? এটা যুদ্ধের নিয়মের বিরুদ্ধে। তুমি এটাকে যুদ্ধের কাতারেই ফেলতে পারো না! এটা স্রেফ চোরাগুপ্তা হামলা। ইবনে কাথির এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেছেন, তোমাদের এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে তোমরা কেবল মুশরিকদের সামনে পেলেই হত্যা করবে, বরং তোমাদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করবে। তাদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে...। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি ইবনে কাথিরের সুরা তওবার তাফসির খুলে মিলিয়ে নিয়ো...।

ছোকরা আমার কথায় মাথা নাড়তে লাগলো অসন্তুষ্ঠিতে। অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আহা, মক্কার কাফিররা মুসলমানদের সঙ্গে যে নির্বিচারের অত্যাচার চালিয়েছে তার প্রতিশোধ নিবে না? মুসলমানরা যদি মুখ বুজে থাকত তাহলে তাদের অস্তিত্ব ততদিনে আর অবশিষ্ঠ থাকত না। এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে।

-আমি মাথায় রেখেছি। এটা যদি আরব জাতির কোন সাধারণ যুদ্ধের ইতিহাস হতো কথা ছিল। কিন্তু আমরা কথা বলছি একটা ঐশ্বিগ্রন্থের বাণী নিয়ে। যে গ্রন্থকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যেটা তাদের জন্য ডাইরেক্ট ঈশ্বরের তরফ থেকে এসেছে। এবং এই বইয়ের প্রতিটি বাক্যকে অনুসরণ করাই হচ্ছে তাদের পরকালের জান্নাতের একমাত্র পথ। কাজেই সেই গ্রন্থে একটি তুচ্ছ মারামারি ঝগড়াবিবাদের ঘটনা কেন স্থান পাবে? কেন প্রায় পনের'শ বছর পরও আজকের আধুনিক মানুষকে 'যেখানে পাও হত্যা করো' সুর করে আওড়াতে হবে? তুমি কি জানো, মুসলমানদের কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ করতে বলা হয়েছে কাফেরদের বিরুদ্ধে? তার মানে সুরা তওবার *'মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো'* প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি?

-দেখুন ভাইয়া, আপনারা সুরা তাওবা এই আয়াতটুকু কেটেছেটে সন্ত্রাসী আয়াত বানানোর চেষ্টা করেন অথচ শেষটুকু উল্লেখ করেন না। তওবার ৫ নম্বর আয়াতে *'যেখানে পাও হত্যা করো'*- পরে বলা আছে- *'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।* তার মানে দেখুন, এখানে ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা আপনারা কেন উল্লেখ করেন না?

-প্রথম কথা হচ্ছে, ৭ মার্চের ভাষণের সঙ্গে তুলনা করে তুমিই কিন্তু বুঝাতে চাইছিলে সুরা তওবার কুপাকুপিতে কোন দোষ নাই। এটা নাকি যুদ্ধে শত্রুদের বিরুদ্ধে একজন সেনানায়কের আহ্ববান মাত্র। কিন্তু এখন দোষ চাপাচ্ছো আমাদের উপর। যাই হোক, তুমি যে অংশটুকু এখন বললে *'যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম*

করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও' এই লাইনগুলি সোজা সরলভাবে নিলেও খেয়াল করে দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে, যদি নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে... তার মানে এখানে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়ার শর্ত দিয়ে তাদের মুক্তি দেবার কথা বলা হচ্ছে। এবার তুমি বলো, এটা কি ধরণের উদারতার নমুনা? এটা কি জোর জবরদস্তি ধর্ম চাপিয়ে দেয়া নয়? এটা কি ধরণের ধর্ম প্রচার? আরেকটা জিনিস দেখো তুমি প্রথম থেকে বলতে চেয়েছো, আরবের কাফেররা মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার শুরু করেছিল বলে তার পাল্টা জবাব মুসলমানরা দেয়া শুরু করেছিল। তাহলে সুরা তওবা ২৯ নম্বর আয়াত বিষয়ে কি বলবে যেখানে বলা হয়েছে *'তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে'।* এই আহলে কিতাবী বলতে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়। তা মক্কায় মুসলমানরা কি ইহুদী-খ্রিস্টানের বাধার সম্মুখিন হয়েছিলো? হিযরত করে মদিনায় আসার পর মদিনার ইহুদী-খ্রিস্টানরাই প্রফেটকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মদিনার প্রথম মসজিদের জায়গা বিনামূল্যে দান করেছিল ইহুদিরাই। এবার আয়াতের ভাষাটা খেয়াল করো, এখানে কি হামলা আক্রমণের সরাসরি আহ্বান জানানো হচ্ছে না শুধুমাত্র ইসলামের ধর্মের সাথে একমত না হওয়ার কারণে। কেবল মাত্র হযরত মুহাম্মদকে নবী বলে স্বীকার না করার কারণে। আরেকটা কথা, বার বার যে বলছ মক্কাতে মুসলমানদের অত্যাচার করা হতো- তা আসলে কতটা সত্য আর অতিরঞ্জিত? ইসলাম ঘোষণার প্রথম তের বছর আরবের পৌত্তলিকরা কি চাইলেই মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারত না? তার তো তখন সেনা বাহিনী নেই যে পাহাড়া দিয়ে রাখবে। তাহলে কেন হত্যা করেনি? কারণ মুহাম্মদ হাশিমি বংশের লোক ছিল। তাকে হত্যা করার মনোভাব অনেকেই করত পৌত্তলিক ধর্মকে বিকৃত করার অভিযোগে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করতে পারত না কারণ তাতে বণু হাশিম বংশ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যতই মুহাম্মদ বাপ-দাদার ধর্মকে বিকৃত করুক, তার উপর হামলা হলে

রক্তঋণ হাশিমিরা উশুল করে ছাড়ত। এর প্রমাণ পাবে সিরাত ইবনে হিশাম পাঠ করলে। আরেকটা দিক দেখো, মদিনায় জীবন হাতে নিয়ে হিযরত করার যে কথা বলা হয় সেটাকে সত্য ধরে নিলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় মক্কা দখল করার পরই বুঝি প্রফেট মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি তিনি তার আগেই হজ করতে মক্কায় তার দলবল নিয়ে হাজির হোন এবং তার নিজস্ব নিয়মে হজ পালন করেন। এমনকি তিনি আবু বকর আর আলীকে পাঠিয়ে হজ মৌসুমে প্রচার করতে বলেন যে, আগামী বছর পর থেকে মুশরিকদের তিনি এই স্থান থেকে চিরতরে বিতাড়িত করবেন। এবার বলো তো, মক্কা ১৩ বছর আরব পৌত্তলিকদের হাতে কয়জন মুসলমান খুন হয়েছিলো? একজনও না! আর যুদ্ধ হাঙ্গামা কারা বাধিয়েছিল? কারা মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় হামলা চালিয়ে লুট করেছিল? কারা মুক্তিপণ আদায় করত?

ছোকরার মুখ একদম লাল হয়ে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ উত্তেজিত বুঝা যাচ্ছে। সেই উত্তেজনার বশেই এই প্রথমবার সে আমাকে ‘আপনারা নাস্তিকরা’ বলে সম্বধন করে বলল, দেখুন আপনারা নাস্তিকরা প্রায়ই কুরআনের একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াতের সঙ্গে কন্ট্রাডিক্টরি বা সাংঘর্ষিক বলে দাবী করেন। অথচ আপনারা কোনদিন সুরা তওবার *‘তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো’* এটাকে সুরা মায়দার *‘যদি কেউ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল’* এটার সাথে কন্ট্রাডিক্টরি বলতে দেখি না। কেন বলেন না? কারণ এ দুটোকে এক করে বলতে গেলেই নাস্তিকরা ধারা পড়ে যাবে- তাই না ভাইয়া?

ছোকরা আমাকে একটু টিজ করল শেষটুকু বলতে গিয়ে। আমি ফের স্মিত হাসলাম। বললাম, তোমাদের বোকা বানাতে গিয়ে কি ছকটাই না কাটা হয়েছে ভেবে বিস্মিত হই। তোমাদের কোন দোষ নেই। ধড়িবাজ ইসলামি লেকচারাররাই আয়াত কাটছাট করে তোমাদের বোকা বানায় আর নাস্তিকদের আয়াত বিকৃতির জন্য দায়ী করে। যাই

হোক, এবার তোমার কথার জবাবে বলি, সুরা মায়দার যে অংশটুকু তুমি বললে সেটা কিন্তু সুরা মায়দার বক্তব্য না। এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন তিনি ইহুদীদের তাওরাতে ঐ কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন। আমি পুরো আয়াত বলি শোন- *"এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন..."*(সূরা মায়েদা: ৩২)। অর্থ্যাৎ দাবী করা হচ্ছে এই কথা ইহুদীদের ঐশ্বিগ্রন্থে আল্লাহ ইহুদীদের উপদেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই বলছেন, আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। কুরআন কিন্তু এরকম উক্তি মুসলমানদের পালন করতে নির্দেশ করেননি। করেনি যে সেটা প্রমাণ করার আগে কুরআনের ছোট্ট একটা ভুল ধরিয়ে দেই। কুরআনে আল্লাহ *'যদি কেউ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল'* বলে যেটা তিনি ইহুদীদের লিখে পাঠিয়েছিলেন মুসা নবীর উপর নাযিল হওয়া তাওরাতে দাবী করেছেন সেটি আসলে ইহুদীদের 'তালমুদ' নামের একটি ধর্মীয় বইয়ের উক্তি। এই বইটি ইহুদীদের তাওরাত নয়। অর্থাৎ ইহুদীদের ঐশ্বিগ্রন্থ নয়। অনেকটা আমাদের দেশে মাওলানারা যে রকম ইসলামী বই লেখেন সেরকম একটি বই। সেটাই কুরআনে আল্লাহ'র উক্তি হিসেবে এসেছে। তালমুদের উক্তিটা আমি তোমাকে বলি তুমি সুরা মায়দার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো- *'যে একটি আত্মাকে ধ্বংস করে সে যেন পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে, আর যে একটি আত্মাকে রক্ষা করে সে যেন পুরো পৃথিবীকে রক্ষা করে* (Jerusalem talmud sanhedrin 4:1)। আমাকে এবার তুমি বলো, এতবড় ভুল আল্লাহ কি করে করল? এটা তো তাওরাতে জিহোবার কথা নয়! এবার আসো আসল বিষয়ে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই সুরা মায়দার ৩২ নম্বর আয়তটি চরম শান্তির কথা বলা হয়েছে তাহলে এর ঠিক পরের ৩৩ নম্বর আয়াতটিকে কি বলবে? আমি তোমাকে শোনাচ্ছি সুরা মায়দার ৩৩ নম্বর আয়াতে কি বলা হচ্ছে, *"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে*

যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব। (সূরা মায়েদা: ৩৩)"।

সিগারেটের শেষ অংশটুকু স্ট্রেতে গুজে দিয়ে আমি একটু দম নিলাম। ছোকরার মাথার চুল তখন খাড়া হয়ে গেছে! মুখ তেলতেলে, রক্তিম...। দুর্বলভাবে কিছু বলতে চাইছিল। তাকে থামিয়ে বললাম, আমি শেষ করে এনেছি, তারপর তুমি বলো। ...এই যে মায়দার ৩৩ নম্বর আয়াতটা বললাম, ইবনে কাথিরের সুরা মায়দার তাফসিরে গিয়ে দেখবে, ধর্মত্যাগীদের শাস্তি যে তাদের ধরে হত্যা করে ফেলতে হবে সেটা এই আয়াতকে দলিল ধরেই ইসলামী আইন তৈরি করা হয়েছে। নবী নিজে মদিনাতে ধর্মত্যাগীদের পিছন থেকে হাত-পা কেটে ফেলেন এবং চোখে গরম শলকা ভরে দেন! ...ভেবে দেখো সারাবিশ্বে জঙ্গিবাদের যারা তাত্ত্বিক নেতা তারা কিন্তু কুরআন-হাদিস থেকেই রেফারেন্স নিয়ে জিহাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। এইসব তাত্ত্বিকদের সকলেরই রয়েছে ইসলামের উপর উচ্চ পর্যায়ের পড়ালেখা। তারা কেউ নিজের মনগড়া কিছু বলেন না। কিন্তু যখনই জঙ্গিবাদের কারণে ইসলাম ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠা শুরু করে তখন এক শ্রেণীর ধড়িবাজ ইসলামপন্থি সুরা মায়দার ৩২ নম্বর আয়াত *'যদি কেউ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল'* উদ্ধৃতি করে দেখাতে চান ইসলামে কোন হত্যা রক্তপাতের কথা নেই। তারা কিন্তু পরের ৩৩ নম্বর আয়াতটা এড়িয়ে যান। আর চালাকি করে ৩২ নম্বর আয়াতে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলা কথাটা মুসলমানদের বলে চালিয়ে দেয়। আর তোমাকে তো বললামই ওটা তালমুদের উক্তি যেটা মোটেই ইহুদীদের জিহোবার কথা নয়!... এবার বলো তুমি কি বলতে চাও...।

ছোকরা তখন উত্তজিত হয়ে উঠেছে। নিজের মাথার চুল খামচে ধরে বলল, আপনি যদি এতই জানেন তাহলে জাকির নায়েকের সাথে বিতর্ক করেন না কেন?

এবার আমি হো হো করে হেসে ফেললাম। ছেলেটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। হাত কচলাতে লাগল। তাকে এভাবে বিব্রত করতে চাইনি। ছোকরা জিততে এসেছিল। একদল প্রতারক ধার্মীক তাদেরকে যেভাবে বুঝিয়েছে তারা সেভাবেই বুঝেছে। তার তো কোন দোষ নেই। তাকে দেখে এখন মায়াই লাগছে...।

মৃত্যুর পর যদি দেখেন পরকাল আছে কিন্তু আপনার বিশ্বাস করা ধর্মটাই ভুয়া!

-মরার পর যদি আমরা আস্তিকরা দেখি পরকাল বলতে কিছু নাই তাহলে তো আমরা সবাই বেঁচে গেলাম। নামাজ-রোজার যা করলাম সবই কোন কাজে আসল না। না হয় হুদাই সময় নষ্ট করলাম। কিন্তু যদি দেখা যায় পরকাল আছে, তাহলে আমরা বেঁচে গেলেও তোমাদের কি হবে?

-আচ্ছা ধরে নিলাম মৃত্যুর পর পরকাল আছে। তাতে তোমার লাভটা কি?

-আমাদের কোন ভয় নেই তখন। যারা আল্লাহকে মানেনি বিপদটা তো তাদের।

-আগে বলো বিষয়টা 'আল্লাহ' বিশ্বাস করা- না 'সৃষ্টিকর্তায়' বিশ্বাস করা? পৃথিবীতে সাড়ে ৪ হাজারের উপর ঈশ্বর আছে। সেই সব ঈশ্বরে বিশ্বাসীরা পরকাল, ঈশ্বরের সাজা, পুরস্কার সবই বিশ্বাস করে। এই সাড়ে ৪ হাজার ঈশ্বরের অনুসারীদের সবাই রোজ মরছে। তাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর পর কি একই হাল হচ্ছে?

-ইসলাম আসার পর আগের সব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে...

-কথা ঘুরিয়ো না, আগে বলো তুমি আস্তিকদের হয়ে কথা বলছ নাকি মুসলমানদের হয়ে? যদি বলো কেবল মুসলমানরাই পরকালে গিয়ে দেখবে তাদের ধর্মটাই সত্য আর বাকী ৩ হাজার নয়শো ৯৯ টা ধর্মই ভুয়া তাহলে এতগুলো ধর্মের অনুসারীরা আস্তিক হয়েও দোযগের আগুনে পুড়বে। তার মানে আমরা যারা কোন ধর্মই বিশ্বাস করি না তাদের সঙ্গে তোমাদেরও আসলে কোন তফাত নেই। মনে করো তুমি মরে

গিয়ে দেখলে পৃথিবীতে এতদিন যে ধর্মকে সত্য বলে জেনে এসেছো সেই ধর্মের ঈশ্বরটাই ভুয়া! আসল ঈশ্বর হচ্ছে অন্য একজন। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেই চলবে না- বিশেষ কোন ধর্মের ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে হবে। না হলে পরকালের সিঁড়ি পেরুনো যাবে না।

-তুমি এ দিয়ে কি বুঝাতে চাও?

-আমি তো বুঝাতে চাই না কিছুই। আমি তোমার যুক্তি আর বিশ্বাস দিয়েই তোমাকে প্রশ্ন করছি। ঈশ্বর আর পরকাল নিয়ে আগে তোমাকে যেসব প্রমাণ আর যুক্তি দিয়ে পরাস্ত করেছি তাতে হেরেই তো শেষে তুমি এই যুক্তিটা বের করেছো।

-আমরা মুসলমানরা ভালো করেই জানি একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম আসার পর অন্য সব ধর্ম বাতিল হয়ে গেছে। আল্লাহ একমাত্র ইসলামকে তার মনোনীত ধর্ম বলেছেন। কাজেই ইসলামকে মান্য করলেই পরকালে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

-এতক্ষণে ভাল লাগল তুমি 'আস্তিকতা' এই চাতুরিতাকে বাদ দিয়ে খালি 'মুসলমান' গন্ডিতে আসছো। তুমি স্বীকার করলে খ্রিস্টান আস্তিক, হিন্দু আস্তিক, বৌদ্ধ আস্তিকসহ সব রকমের আস্তিকেরই নাস্তিকদের মতই পরিণতি হবে- তাই তো? খুব ভাল কথা। এর মধ্য দিয়ে তোমরা ধার্মীকরা অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত করে যে ধর্মকে বিশ্বাস করো সেটা স্বীকার করে নিলে। কিন্তু নাস্তিকদের কিন্তু এরকম কোন সংশয় থাকে না। কোন বাইচান্স বা সম্ভাবনার কথা তারা বলে না। যাক এবার আসো আসল কথায়। আমি তোমার সংশয়বাদী যুক্তির আলোকে বলি, পরকালে কোন ধর্মের ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকার যদি বালুকণার সহস্র ভাগের এক ভাগকে ফের সহস্র ভাগ করে যে অতি ক্ষুদ্র অস্তিত্ব থাকবে সে পরিমাণ সম্ভাবনা থেকেও থাকে সেটা ইসলামের আল্লার নেই!

-মানে?

- বলছি তোমার যুক্তির আলোকে। আমি ধরে নিলাম মৃত্যুর পর একটা পরকাল দেখা যাবে আর সেখানে একটা ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু সেটা তোমার যুক্তির আলোকেই ইসলামের আল্লার অস্তিত্ব থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই।

-তুমি বললেই হবে?

-আমি বললেই হবে না। তবে আমি যা বলবো সবটাই ধর্মীয় বইপত্রের সূত্র ধরেই। যেদিন ইসলামের নবী মুহাম্মদ মক্কা দখল করে কাবাঘরের ভেতর আল্লাহ'র ৩৬০টা মূর্তি আছাড় মেরে মেরে ভেঙ্গে ফেলেছিল সেদিনই চূড়ান্ত হয়ে যায় আল্লাহ নামের যে ঈশ্বরকে আরবরা কয়েক হাজার বছর ধরে মেনে আসছিল তা ছিল এক নিছক কল্পনা মাত্র।

-হা হা হা... তোমরা নাস্তিকরা এমনই মূর্খ বন্ধু! আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে দিয়ে কাবাঘর বানিয়েছিলেন তার ইবাদত করার জন্য। কিন্তু মানুষ পরবর্তীকালে বিভ্রান্ত হয়ে তাকে বাদ দিয়ে কল্পিত দেবীদের আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করে শিরক করে। আমাদের নবী ইসলামকে মুক্ত করেছিলেন পৌত্তলিকতার হাত থেকে।

-তা তুমি কি দেখাতে পারবে ঈসা নবী কিংবা মুসা নবী জীবনে একবারও কাবাঘরকে তাওয়াফ করে গিয়েছিলেন? নবী ইব্রাহিম যে ঘরকে আল্লার নামে তৈরি করবেন সে ঘর ইহুদীদের কাছে তীর্থ হবে না এটা কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না। ইব্রাহিম নবী খ্রিস্টান-ইহুদীদের নবী হিসেবেই আরবরা জানত। আবদুল মোতালিব যদি বিশ্বাস করত কাবাঘর ইহুদীদের নবী ইব্রাহিম বানিয়েছেন তাহলে তিনিও জেরুজালেমে তীর্থ করতে যেতেন। মানে প্রাচীনকাল থেকেই আরবদের কাছেও জেরুজালেম হতো পবিত্রভূমি। আরবরা কখনই কাবাঘরের সঙ্গে ইহুদীদের নবীর কোন সম্পর্ক থাকার কথা জানত না। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মকে সেমিটিক জাতির ধর্ম বলা হয় যা

একেশ্বরবাদী। অন্যদিকে আরবদের পৌত্তলিক বহুশ্বরবাদী ধর্ম। এ কারণেই ইহুদী-খ্রিস্টানরা তাদের কিতাবী সম্প্রদায় হিসেবে আরবদের কোনদিন বলেনি। বলার কথাও না। মজা হচ্ছে ইসলাম নিজেকে সেমিটিক ধর্মের সর্বশেষ ধর্ম দাবী করে ইহুদী-খ্রিস্টানদের আহলে হাদিস কিতাবধারী বলে নানা জায়গায় এদের বেশ খানিকটা উপরে তুলেছে। পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী হবার কারণেই নবীর চাচা আবু তালিব অনন্ত কাল দোযগের আগুনে পুড়বে। তার বেহেস্তে যাবার কোন সুযোগ নেই। এসব তো হাদিসই বলছে। কাজেই আবদুল মোতালিবের বংশধররা কোন একেশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল এমন দাবী করার কোন সুযোগ নেই ইসলামী সোর্স থেকেই।

-এতে প্রমাণিত হলো আল্লাহ নেই?

-বলছি শোন। ইহুদী-খ্রিস্টানদের সবচেয়ে পুরাতন ধর্মীয় কিতাবে তাদের যে ঈশ্বর জিহোবা তার সঙ্গে আল্লাহর কোন মিল নেই। আল্লাহ'র পূর্ব নাম হুবাল দেবতা। এই হুবাল একটি চন্দ্র দেবতা। প্রাচীন হুবাল দেবতার যতগুলো পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সবগুলোর সঙ্গে চন্দ্র খচিত রয়েছে। খেয়াল করলে দেখবে ইসলামে চাঁদের সিম্বল খুবই পবিত্র হিসেবে ধরা হয়। তাদের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সবই চাঁদ দেখে পালিত হয় যা আরব পৌত্তলিকদের রেওয়াজ ছিল। মসজিদের মিনারের সূচালো অগ্রভাগে যে চন্দ্র লাগানো হয় তা প্রাচীন চন্দ্র দেবতার সিম্বল। তো এই হুবাল আরব কুরাইশদের অন্যতম 'ইলাহ' ছিল যার অর্থ দেবতা। তবে তিনি একক নন। তার শরিক ছিলো আরো। তার তিন কন্যা লাত, উজ্জা, মান্নাত ছিল তাদের অন্যতম। তবে যখন হুবাল এককভাবে উপাস্য হতে থাকল তখন ইলাহ সঙ্গে একটা 'আল' উপসর্গ যোগ করা হলো, যা দিয়ে বুঝানো হয়েছিল একমাত্র উপাস্য। অর্থ্যা আল-(ই)লাহ যার বর্হিপ্রকাশ "আল্লাহ"! তুমি ইসলামের যত নবীর কথা জানো তাদের কাহিনীতে, কিংবা ইহুদীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ' নাম কখনো দেখেছো?

-না।

অথচ আরব ইহুদী খ্রিস্টানদের কিন্তু আরবী নামই রাখা হয়। যে কারণে সাদ্দাম হোসেনে মন্ত্রী তারেক আজিজকে বাংলাদেশের মুসলমানরা মুসলমান বলে ভুল করলেও তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান। যা বলছিলাম, তাওরাতে কিংবা বাইবেলে একজন ব্যক্তির নাম পাবে না আবদুল্লাহ। কোন খ্রিস্টান- ইহুদীর নামও সেযুগে পাবে না আবদুল্লাহ রাখা হচ্ছে। কারণ আবদুল্লাহ নামের অর্থ আল্লার দাস। মুসলমানদের নাম জাকারিয়া হয়, সুলেমান হয় ইউসুফ হয়- এগুলো সব ইহুদীদের নবীর নাম। কিন্তু ইহুদী সন্তানদের নাম আবদুল্লাহ রাখা হয়েছে শুনেছো? এমন না যে আবদুল্লাহ নাম ইসলাম আসার পর প্রচলন শুরু হয়েছিল।

-এত কথা না বলে তুমি কি বলতে চাও সেটা বল।

-আমি বলতে চাই, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা যে ঈশ্বরের কথা বলত সেটা পরিস্কারভাবেই ইসলামের আল্লাহ না। আল্লাহ যে আরবের এক কাল্পনিক দেবতা সেটা তো মুহাম্মদের আক্রমনে নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে না পারা থেকেই বুঝা যায়।

-বাহ্! কি যুক্তি!! আরে মিয়া আমরা তো আল্লাকেই ডাকি। তার কথাই মানি।

-তোমরা যে আল্লাহকে মানো সে হচ্ছে মুহাম্মদের ঈশ্বরের নাম। নামটা সে পৌত্তলিকদের ঈশ্বরেরটাই রেখেছে। পরে ইহুদীদের ঈশ্বর জিহোবা হিসেবে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এতে করে লেজে গোবরে লেগে গেছে।

-কি লেজে গোবরে?

-আল্লাহ নিজেকে ঈসা-মুসার মাবুত দাবী করেও নিজের মধ্যে চন্দ্র দেবতার সব চিহ্নই রেখে দিয়েছে। ঈশ্বর হিসেবে আরবদের হুবাল দেবতাকে বাছতে গিয়ে এক

ভয়ানক জট পাকিয়েছে। কোন অনুসন্ধানী মুসলমান নির্মোহ মনে এসব বিচার করতে গেলে সে দেখতে পাবে শত শত গড়মিল। কাবাঘরের ৩৬০ টি মূর্তি রেখে যদি আরবরা আল্লাহ'র সঙ্গে শিরকই করে তাহলে সেই শিরকি কাজকে যখন রাজা আবরাহা আক্রমণ করতে এসেছিল তখন আবাবিল পাখি দিয়ে তাকে রক্ষা করেছিল কেন? আবদুল মোতালিব কাবার ৩৬০টি মূর্তির প্রধান পুরোহিত ছিলেন, তার প্রার্থনায় কেন ইব্রাহিমের আল্লাহ (?) শুনতে যাবে? হুবালের তীর নিক্ষেপে কেন নবীর পিতা আবদুল্লাহ বলির হাত থেকে বেঁচে যাবে?

-ও, তা তুমি বলতে চাও পরকালে দেখা যাবে ইহুদী-খ্রিস্টানদের ঈশ্বর আছেন?

-আমি কিন্তু শুরুতেই বলেছিল এদের অস্তিত্ব নিয়ে আমি আগে যা বলেছি তাতে তুমি সুবিধা না করতে পেরেই কিন্তু শুরুর যুক্তিটা দিয়েছিলে। আমি কেবল সেই যুক্তির আলোকে আলোচনা করলাম। মোদ্দা কথা আমি এটা বলতে চাই, পরকালে বলতে কিছু আছে কিনা, থাকলে কোন ধর্মটা সত্য- এটা কোন বিশ্বাসী ধার্মীকই নিশ্চিত না। কাজেই যুক্তিতে চলা নাস্তিকদের পরকাল নিয়ে তোমরা অহেতুক টেনশান না করে নিজেদের বিশ্বাসকে একটু ঝালাই করে নাও বন্ধু...।

-শোন বন্ধু, এসব তোমরা নাস্তিকরা বুঝবা না। আল্লাহ তোমার হেদায়াত দিন। আসলে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। যার যা খুশি সে সেটা পালন করুক। আমাদের উচিত না কারুর বিশ্বাস নিয়ে কথা বলা...।

-তাই নাকি?

-বাদ দাও। ধর্ম ছাড়া আর কিছু নিয়ে কথা বলা যায় না?

মুসলমান হয়ে জন্ম না নেয়ার জন্য দায়ী কে?

-কি ব্যাপার কেমন আছো?

-আলহামদুরিল্লাহ!

-জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছো, আর তুমি জবাব দিলে 'সকল প্রশংসা কেবলি আল্লাহর'- মানে আলহামদুরিল্লাহ? এটা কেমন ভদ্রতা!

-আমাদের মুসলমানদের শিক্ষা হচ্ছে আমাদের সমস্ত মঙ্গল ঘটে আল্লাহ'র ইচ্ছাতে...।

-খারাপ বা মন্দ কাজ আল্লাহ ঘটায় না?

-কখনই নয়। মানুষের সব মন্দ আর খারাপ কাজের দায় মানুষের নিজের।

-তাহলে যে বলা হয় আল্লাহ'র হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না!

-অবশ্যই এটা সত্য। তবে মানুষকে একটা স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, মানুষ নিজের বিবেক খাটিয়ে ভাল মন্দকে বেছে নিতে পারে।

-তাহলে সুরা লাহাবে যেভাবে আবু লাহাবকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে, তাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে, লাহাব যদি তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আর বিবেক খাটিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলত তাহলে সুরা লাহাব মিথ্যা হয়ে যেতো না? আর সুরা লাহাবকে বাঁচাতে আল্লাহ কিছুতে চাইবেন না সে ইসলাম গ্রহণ করুক- তাই না?

তার মানে দেখা যাচ্ছে এখানে আবু লাহাবের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি কিছুতে প্রয়োগ করার সুযোগ আল্লাহ দিতেন না।

-আল্লাহপাক জানত লাহাব কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করবে না, নবীর প্রতি ঈমান আনবে না। কুরআনের একটা মিরাকল কি জানো, কুরআন বলেছে লাহাব কোনদিন ঈমান আনবে না- সত্যিই লাহাব ঈমান আনেনি- এতেই প্রমাণ হয় কুরআনের বাণী সত্য!

-আমি যদি একবার ঠিক করে ফেলি তোমাকে কোনদিন দলে টানব না আমি সে চেষ্টাই করব সব সময়। তুমি চেষ্টা করলেও আমি এমন সব কিছু করব যাতে তুমি আমার কাছে না আসো। কারণ আমি আগেই ঘোষণা দিয়েছি তুমি আমার দলে কোনদিনই আসবে না। তুমি আমার দলে আসলে আমার কথা মিথ্যা হয়ে যায়- কাজেই লাহাবকে ইসলামে ঈমান আনার সুযোগ মুহাম্মদ কিছুতেই দিতো না। যাই হোক, এবার আসো তোমার কথার প্রথম অংশ নিয়ে, তোমার কথা অনুসারে ধরে নেই যে লাহাব কোনদিন ঈমান আনত না এটা আল্লাহ জানতেন। এবার তাহলে তুমি আমাকে এটা বুঝাও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধীন মানুষ আগামীকাল কি ঘটাবে সেটা কি করে অগ্রিম জানা যাবে? যদি বল লাহাব দোযগে যাবে এটা আল্লাহই ঠিক করে রেখেছিলেন আগেই- তাহলে তোমার শুরুর কথা মিথ্যা হয়ে যায়। মানুষের মন্দ পরিণতির দায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর।

-দেখো, আল্লাহ সব জানেন। তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝালে বুঝবে। একটা ক্লাশের শিক্ষক তার সব ছাত্রদের সম্পর্কে ধারণা রাখেন। কারা ফাস্টক্লাশ পাবে আর কারা পাশই করবে না তিনি কি তার ছাত্রদের সম্পর্কে জানেন না? আল্লাহও ঠিক জানতেন লাহাব পাশ করবে না।

-তুলনাটা ঈশ্বর প্রসঙ্গে খুবই দুর্বল তবু এটাকে ধরেই বলছি, একজন শিক্ষক ক্লাশের সবচেয়ে ভাল ছাত্র সম্পর্কে ধারণা করতেই পারেন সে ফাস্ট ক্লাশ পাবে। কিন্তু সেটা পাওয়া কিন্তু ঐ ছাত্রের জন্য নিশ্চিত না। ছাত্রটির পরীক্ষা খারাপ হতে পারে, অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা ড্রপ করতে পারে। কত ফাস্ট হওয়ার মত ছাত্র ফেল করে বসে। শিক্ষক আপসেট হয়ে পড়েন। বিস্ময়ে বলে উঠেন, আমি ভাবতেই পারিনি অমুক ফেল করে বসবে...! তোমার এই যুক্তি অনুযায়ী আল্লাও কি নিশ্চিত বেহেস্তে যাবার মত যোগ্য বান্দাকে বিস্ময় নিয়ে দেখবেন সে দোযগে যাচ্ছে? তোমার ছাত্র শিক্ষক উদাহরণ তো এই সমস্যায় ফেলে দেয়। এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, একদম সোজা উত্তর দিবে- ইসলাম মতে একমাত্র মুসলমান যারা অর্থাৎ যারা আল্লাহ আর মুহাম্মদকে নবী বলে স্বীকার করে তারা ছাড়া আর কেউ বেহেস্তে যাবে না। এটাই বেহেস্তে যাবার অন্যতম শর্ত। কেবল ভাল কাজ করে বেহেস্তে যাবার কোন পথ নেই, অবশ্যই তাকে ইসলাম বিশ্বাসকারী মুসলমান হতে হবে। আর আমরা সবাই জানি আল্লাহ মানুষের রূহ বা আত্মা পৃথিবী সৃষ্টির আগেই বানিয়ে রেখেছেন। এই রূহ আল্লাহ মায়ের পেটে প্রবেশ করিয়ে দেন। একজন হিন্দু মায়ের পেটের সন্তানের ভেতর রূহ তো আল্লাহই দেন যেহেতু তোমরা দাবী করো আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুত নাই। তার মানে জগতের সমস্ত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদী সন্তানের রূহ আল্লাই দেন। যেমন দেন মুসলমান সন্তানদের। এবার বলো, আল্লাহ যদি নিজেই কে মুসলমান ঘরে জন্মাবে আর কে কাফের ঘরে জন্মাবে নিজেই ঠিক করে দেন তাহলে কেন মানুষ অমুসলমান হবার জন্য দোযগে যাবে? আর কেন কোন আলাদা যোগ্যতা ছাড়াই একটা রূহ মুসলমানের দেহে প্রবেশ করে বেহেস্তে যাবে? এখানে তো রূহের কোন স্বাধীন ইচ্ছার সুযোগ নাই।

-এ্যাঁ... মানে... দেখো, কাফির হয়ে জন্ম নিলেও তাদের কাছে দ্বিনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়। সেটা গ্রহণ করে সে অবশ্যই বেহেস্তে যাবার সুযোগটা নিতে পারে।

-তুমি আমি জন্মগতভাবে মুসলমানের ঘরে জন্মেছি তাই শত অন্যায় করার পরও এক সময় আল্লাহ আর নবীকে বিশ্বাস করেছি তাই বেহেস্তে যাবোই- আর যে হিন্দুর ঘরে জন্মেছে সে জগতের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনটা উজার করে দিলেও ইসলাম গ্রহণ করেনি বলে দোযগে যাবে- এটা অন্যায় নয়? তার রূহটা তো একটা হিন্দুর দেহে আল্লাহই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তুমি জন্মগতভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত আর তাকে দাওয়াতের আশায় বসে থাকতে হবে। আবার যেহেতু দাবী করছ মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অধিকারী কাজেই ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করার সুযোগ তার জন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ। তাহলে কে তাকে এই অনিশ্চয়তার ফেলে দিয়েছে? অবশ্যই আল্লাহ!

-শোন, এসব বুঝার মত জ্ঞান আল্লাহতালা মানুষকে দেননি। এসব রহস্য একমাত্র আল্লাহতালাই গোপন রেখেছেন। আমাদের উচিত নয় এসব নিয়ে চিন্তা করা বুঝেছো।

-হা হা এইসব চিন্তা বা প্রশ্ন যে ঈমানকে চিচিং ফাঁক করে ফেলতে পারে এটা স্বয়ং প্রফেট ভালই বুঝতেন। আবু হুরাইয়া একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন, একবার তারা তাকদির (ভাগ্য লিখন) নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হলে নবীজি প্রবেশ করে তাদের আলোচনা শুনতে পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের উপর রেগে যান। তিনি বলেন, "তোমাদেরকে কি এ বিষয়ে হুকুম করা হয়েছে, না কি আমি এ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ বিষয়ে বির্তকে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এ বিষয়ে কখনো যেন বিতর্কে লিপ্ত না হও"।(তিরমিযী হা/২১৩৩; মিশকাত হা/৯৮, সনদ হাসান।)। বিপদটা ভালই টের পেয়েছিলেন নবীজি- কি বলো?

-কি বলব, তোমরা নাস্তিকদের সঙ্গে মেজাজ ঠান্ডা রাখাই কঠিন! সহজ জিনিসটাই বুঝো না!

-আজ পর্যন্ত কেউ বুঝাতে পারল না বন্ধু! তোমরাই বলো আল্লাহর ইশারা ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না, আবার বলছ মানুষকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে। আবার কে মুসলমান হয়ে জন্মাবে কে কাফের সেটা তিনিই ঠিক করে দিয়ে বেহেস্ত দোযগ নির্ধারণ করে দিচ্ছেন! এত গন্ডগোল কেন বন্ধু? যে মার পেটে নবী জন্ম নিলেন তার জন্য দোয়া করা যাবে না কারণ সে কাফের- তাহলে কাফের নারীর পেটে কেন নবীকে জন্ম নিতে হলো?

-তোমরা নাস্তিকরা চরম মিথ্যাবাদী! নবীর বাবা-মা একেশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা কাফের ছিলেন না।

-এই নাও বন্ধু সহি ইসলামী সোর্স কি বলছে দেখো- আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত, আমি নবীকে বলতে শুনেছি- আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা ভিক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেন নি। আমি তার কবর জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম এবং তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। সহি মুসলিম, বই-৪, হাদিস-২১২৯।

-আসলে তোমরা নাস্তিকরা কাফেরদের চাইতেও জঘন্য- পাপিষ্ঠ!... আল্লাহ তোমার হেদায়াত করুন আমিন...

-সুরা ইউনুস কি বলছে দেখো- *তোমার রব যদি ইচ্ছা করতেন তবে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনত। তুমি কি লোকদের মু'মিন হওয়ার জন্যে জবরদস্তি করবে?* (ইউনুস: ৯৯)। এসবের অর্থ কি বন্ধু? ধর্ম প্রচার বিষয়টাই কি তাহলে হাস্যকর হয়ে যায় না? ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে তলোয়ার হাতে জিহাদ করাটাও স্ববিরোধী হয়ে যায় না?

-তোমার সাথে আর কথা বলতে চাই না! তুমি ফেরাউন, কাফের, মালাউন নাস্তিক...! তোমাদের উচিত এসব বিষয়ে কথা বলার জন্য ইসলামী আইনে বিচার করা!

-হা হা হা... এতক্ষণে আসল দ্বিনে ফিরে এসেছো বন্ধু...

হযরত উম্মে হানির ইন্টারভিউ

-ধন্যবাদ উম্মে হানি, আজকে মিরাজের দিনে আমাকে সময় দেয়ার জন্য।

-আপনাকেও ধন্যবাদ সুপা। কি জানতে চান বলুন?

-প্রথমেই বলতে চাই মিরাজের ঘটনায় আপনার নামটি চলে না আসলে ইসলামের ইতিহাসে উম্মে হানি হতো বিস্মৃত একটি নাম। কিন্তু মিরাজের কারণে আপনার নামটি বহুল পরিচিত। বলতে কি বিতর্কিত...

-বিতর্কিত বলছেন কেন?

-আসলে কি ঘটেছিল সেদিন একটু বলবেন আমাদের?

-কেন সে ঘটনা তো সবাই জানে। আমার ঘর থেকেই রসূল্লাহ মিরাজ গমন করেছিলেন। সেরাতে নবীজি আমার ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন। এশার নামাজ আদায় করে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর ভোরে ফজরের নামাজের একটু আগে আমাদের ডেকে তোলেন এবং আমরা একসঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করি...

-উম্মে হানি আপনাকে একটু থামাই, মিরাজ গমণ করার আগে এশার নামাজ ফজর নামাজ কি করে আসছে? মিরাজ থেকেই তো ৫ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ নিয়ে আসা হয়। তবু যাই হোক, ধরে নিলাম নবীজি নামাজ পড়ছিলেন কিন্তু আপনিও নামাজ

পড়ছেন এমনটা কি করে হতে পারে? আপনি তো মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেনি!

-(মুখে দুষ্টু হাসি নিয়ে) তা এসব আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন, ইবনে হিশামকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন...।

-ইবনে কাথির সুরা আহযাবের তাফসির করতে গিয়ে লিখেছেন আপনি মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেননি। নবীজি তো আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাই না?

-হ্যাঁ। এটা মিরাজের ঘটনার পরের ঘটনা। মিরাজের ঘটনার এক বছরের মধ্যে নবীজি মদিনায় হিযরত করেছিলেন। তখন তিনি আমাকে বিয়ের প্রস্তব দিয়েছিলেন।

-সুরা আহযাবের ৫০ নম্বর আয়াত আপনার প্রত্যাখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল।

-হ্যাঁ তাই। আমি হিযরতকারীদের মধ্যে ছিলাম না, এ কারণেই সুরা আহযাবে বলা আছে, যে সব কাজিন আপনার সাথে হিযরত করেছে তাদের বিয়ে করা হালাল। আমি নবীজিকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানালে সুরা আহযাবের ৫০ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। এ বিষয়ে ইবনে কাথির পরিস্কার করে তার তাফসিরে লিখেছেন। কষ্ট করে একটু পড়ে দেখবেন।

-ঠিক আছে। চলুন আবার মিরাজের প্রসঙ্গে যাই। হাসান বসরী বলেছেন, নবীজি কাবার হিজরের মাঝে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন সময় জিব্রাইল এসে নবীজিকে চিমটি কেটে ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে মিরাজে নিয়ে যান। এই ঘটনা ধরলে নবীজি মিরাজ গমণ শুরু কাবাঘরের সামনে থেকে। কিন্তু আপনি দাবী করেছেন সেরাতে নবীজি আপনার

ঘরেই ঘুমিয়ে ছিলেন এবং আপনার ঘর থেকেই তিনি সপ্ত আকাশে ভ্রমণে বের হোন।

-এতে আপনাদের নাস্তিকদের সমস্যাটা কি? মুসলমানদের তো কোন সমস্যা হচ্ছে না? কই তারা তো কোন প্রশ্ন তুলছে না? আজ পর্যন্ত এমন কোন ইসলামী পন্ডিতকে পেয়েছেন যিনি আমার ঘর থেকে মিরাজ যাওয়াকে অস্বীকার করেছেন?

-আমার ঠিক জানা নেই। তবে আমাদের ফেইসবুক মোল্লাদের আপনি চেনেন না। তারা ঠিকই তালগাছ বগলে নিয়ে এই বিষয়ে তর্ক জুড়ে দিবে! আচ্ছা উম্মে হানি, মিরাজের কথা যখন নবীজি প্রকাশ করলেন তখন সবাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল?

-পাগল আপনি! আমি তো ভয়ে কাঁপছি তখন! নবীজি আমাকে স্বাক্ষি রেখে বলছেন, দেখো আমি তোমাদের সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলাম তারপর আল্লাহ নির্দেশে আল্লার আরশে ঘুরে এসেছি। এদিকে কাবাঘরে সামনে নবীজিকে না পেয়ে তার সাথীরা খুঁজতে খুঁজতে আমার ঘরে এসে উপস্থিত। নবীজি তখন সবাইকে বলছিলেন তিনি এই জগতে ছিলেন না। এক রাতের মধ্যে ২৭ বছর পার করে এসেছিলেন আল্লার সাথে সাক্ষৎ করতে গিয়ে।

-তারপর?

-নবীজি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে মক্কার সামনে সবাইকে এই ঘটনা বর্ণনা করে শুনাচ্ছিলেন। এসব শুনে বহু নওমুসলিম ইসলাম ত্যাগ করে ফেলেছিল। তারা নবীজিকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল।

-নিন্দুকরা আপনার বাড়িতে নবীজিকে পাওয়া নিয়ে সন্দেহ করেছিল। আপনার স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না...।

-... আমি সব মিলিয়ে ভীষণ ভয় পাচ্ছিলাম তাকে নিয়ে। ঘরে আমাদের যে হাবশি দাসটি ছিল, তাকে বললাম, শীগগির তুমি নবীজির কাছে চলে যাও। গিয়ে দেখো লোকজন তার সঙ্গে কেমন আচরণ করছে...।

-ইবনে হিশাম এমনটাই লিখেছেন আপনার বর্ণনা উল্লেখ করে। আচ্ছা হিশাম তো সহি হাদিসকে ভিত্তি করেই নবীজির জীবনীটা লিখেছেন তাই না? আচ্ছা যাই হোক, আবু বকর তো সে সময় বিরাট একটা ভূমিকা রেখেছিল মিরাজ ঘটনায়?

-হ্যাঁ তিনিই প্রথম মিরাজকে খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা এমনভাবেই প্রচার শুরু করেন। লোকজন যখন তাকে গিয়ে বলছিল তোমার বন্ধু দাবী করছে সে কাল রাতে সাত আকাশ ভ্রমণ করে এসেছে তখন প্রথমটায় আবু বকর নিজেই কথাটা বিশ্বাস করেনি। পরে যখন তিনি শুনলেন নবীজি সত্যিই এমন দাবী করছেন তখন সে একটা চরম কথা বলল। সে বলল, দেখো আমি তো জানি নবীজির সাথে রাতদিন আল্লার ম্যাসেজ চালাচালি চলে, সেখানে এই মিরাজ তো খুবই সাধারণ একটি ঘটনা।

-আবু বকর তো নবীজির বর্ণনা করা বাইতুল মোক্কাদেসের প্রতিটি অংশকে সঠিক বলে রায় দিয়েছিলেন তাই না?

-হ্যাঁ, নবীজি যখন দাবী করেছিলেন তিনি এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুযালেম গিয়ে নামাজ পড়ে এসেছেন তখন লোকজন সেখানটার আল আকসা মসজিদের বর্ণনা শুনতে চাইছিলো। আবু বকর দাবী করেছিল সে জেরুযালেম গিয়ে সেটা আগে দেখে এসেছে। তাই নবীজি বর্ণনা করাতে তিনি সাক্ষি দিতে লাগলেন নবীজি সঠিক বলছেন।

-কিন্তু সেখানে তো কোন মসজিদ সেসময় ছিল না! সলোমনের মন্দির বলতে সেখানে যেটা ছিল, সেটাও রোমানরা ভেঙ্গে দিয়েছিল। অর্থ্যাৎ, ইহুদীদের নবী সলোমনের একটা মন্দির সেখানে ছিল ৯৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পরে রোমানরা সেটা ৭০ খ্রিস্টাব্দে

আক্রমন করে ভেঙ্গে ফেলে। সেটা তখন ভঙ্গুর অবস্থায় পড়েছিল। নবীজি তাহলে কি করে সেখানে বাইতুল মোকাদ্দেস মসিজদটা দেখতে পেলো আবার আবু বকর নিজে দেখে এসে সেই বর্ণনাকে সঠিক বলেও রায় দিচ্ছেন! সে যুগে ঘোড়ায় চড়ে মক্কা থেকে জেরুজালেম যেতে দুই মাসের বেশি পথ পাড়ি দিতে হতো। মক্কার লোকজন ইহুদীদের তীর্থভূমি জেরুজালেম এবং সলোমনের মন্দিরের কথা জানতেই পারে। কিন্তু নিজের চোখে দেখে আসার মত খুব কম লোকই সেখানে ছিল। এসব ইতিহাস সেসময় খুব বেশি মানুষের জানার কথা না। কাজেই নবীজি কি বলছেন সেটা প্রমাণ করার কেউ নেই এক আবু বকর ছাড়া!

-এত কঠিন কথা আমি বুঝি না। শুধু এটুকু জানি, তিনি আল্লাহর নবী। তিনি চাইলে সবই হতে পারে।

-আয়েশা তো বলেছেন মিরাজ ঘটেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। নবীজি সশরীরের কোথাও যাননি। সাহাবী মুয়াবিয়াও একই দাবী করেছেন। এরকম মনে করার আসলে কারণ কি? মিরাজ গমণকে স্বাভাবিকভাবে নিতে না পারা?

-আপনি ইবনে হিশাম পড়েছেন সুপা? তিনি কি লিখেছেন শেষতক? 'আল্লাহতালাই সব থেকে ভাল জানেন মিরাজ কেমন করে ঘটেছিল'। এটাই হচ্ছে খাঁটি বিশ্বাসের কথা।

-ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, নবীজি নাকি এক রাতের মধ্যে ২৭ বছর আল্লাহ'র কাছে কাটিয়ে এসেছিলেন? কিন্তু পৃথিবীতে এসে দেখেন উনার অজুর পানি তখনো গড়িয়ে যাচ্ছে...।

-হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন।

-তাহলে নবীজি মিরাজ থেকে ফিরে এসে কি দেখেছেন আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন?

-তা দেখবেন কেন? আমাদের সময়ে তো সেটা মাত্র এক রাতের ব্যাপার।

-আসলে কি জানেন, আমাদের একজন বড় বিজ্ঞানী আছেন আইনস্টাইন। তিনি আপেক্ষিক তত্ত্ব নামের একটা জিনিস আবিস্কার করে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তার সেই আবিস্কার বলে, কোন বস্তু যদি আলোর গতির সমান ছুটতে পারে তাহলে তার সময় স্থীর হয়ে যাবে। তার মানে আমাদের নবীজি যদি দাবী করে থাকেন তিনি ২৭ বছর পার করে এসেছেন এর মানে দাঁড়াচ্ছে আল্লার আরশ পৃথিবী থেকে আসতে যেতে ২৭ আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতিতে বুরাকে চেপে তিনি মহাশূন্য ভ্রমণ করে আসলে তার সময় ধীর হতে হতে সেটা বড়জোর কয়েক ঘন্টা বা এক রাত্রী সমান হলেও পৃথিবীতে ঠিকই ২৭ বছর পার হয়ে যাবার কথা! তাহলে তিনি কি করে এসে দেখলেন আপনি তখনো ঘরে বসে আছেন? পৃথিবী একই রকম থেকে গেছে? বৈজ্ঞানিকভাবে তো এটা যাচ্ছে না?

-সুপা আপনি পাগল নাকি বলেন তো? আল্লাহ চাইলে কি না হয় বলেন তো?

-তা অবশ্য লাখ কথার এক কথা বলেছেন। তাহলে এইসব যুক্তিটুক্তির কথা আর চলে না। আচ্ছা ম্যাডাম, আমাদের ইন্টারভিউ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লাস্ট প্রশ্ন, আপনি মিরাজ বিশ্বাস করেছিলেন?

-তিনি আল্লার নবী, তিনি কি না পারেন!

-তবু আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি কেন? অন্তত ইবনে কাথিরের তথ্য অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের আগে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি...

-(মুচকি হেসে) আল্লাহ হিদায়েত নসিব না করলে আমার কি স্বাধ্য বলেন তো!

-থ্যাঙ্কংস উম্মে হানি আমাকে সময় দেয়ার জন্য আবারো। মিরাজ নিয়ে কিছু গন্ডগোল থেকেই গেলো অবশ্য...

-আপনাকেও ধন্যবাদ সুপা।... আর হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলি, গাধার মত একটা পশু যার মানুষের মত মুখ। এরকম একটা জন্তুর পিঠে চড়ে মহাকাশ ভ্রমণের ঘটনা বিশ্বাস করতে হলে অন্ধ আত্মসমর্পন লাগে। আপনার সেটা নেই। মিরাজ বিশ্বাস করতে তাই যুক্তি লাগে না। ভাল থাকবেন...।

পুত্রবধূকে বিয়ে করার আসমানী দেনদরবার

-নাস্তিকরা নবীজিকে পুত্রবধু বিয়ে করার মত জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত!

-জায়েদ কি নবীজির পোষ্যপুত্র ছিলো না?

-জায়েদ ছিল নবীজির দাস। তাকে দয়া করে নবীজি মুক্তি দিয়েছিল।

-হে লোকসকল, আমি জায়েদকে আমার পূত্র হিসাবে সর্ব সমক্ষে স্বীকার করে নিচ্ছি, আর তোমরা সবাই তার সাক্ষী থাক। আজ থেকে আমি তার উত্তরাধিকারী আর সে আমার উত্তরাধিকারী। মিশকাত, ভলুম-৩, পৃষ্ঠা-৩৪০... হা হা হা এবার কি বলবে বন্ধু?

-আল্লাহপাক সন্তান পালক নেয়ার নিয়ম কুরআনে আয়াত দ্বারা রহিত করে দেন। এটা ছিল তার আগের ঘটনা।

-আল্লাহ তা করতেই পারেন। উনি যখন সর্বক্ষমতার মালিক তিনি তো যা ইচ্ছা তা করতেই পারেন। কিন্তু আল্লাহ’র মনে মনে যদি পালক সন্তান প্রথাকে বাতিল করার পরিকল্পনা থাকবেই তাহলে মুহাম্মদ যখন জায়েদকে পালক নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল তখন বাধা দিলো না কেন? নিজের ফুপাতো বোন জয়নবের সাথে বিয়ে দেয়ার সময়ও কেন চুপ করে ছিলেন? সুরা আহযাব কি বলছে দেখো *“আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে*

তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন" কোরান, ৩৩:০৪। এই আয়াত কখন নাযিল হয়েছিল বন্ধু বলো তো?

-আল্লাহপাক এখানে নিজের ঔরসজাত সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে যাতে উত্তরাধীকারী করতে না পারে সে কারণেই পোষ্যপুত্র বিধানটা বাতিল করে দেন।

-বন্ধু অন্তত একবারের জন্য মানবিক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো তো, মানুষ যদি কাউকে পালক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে তাতে সমস্যাটা কি? পৃথিবীতে যুদ্ধে দুর্ঘটনায় কত শিশু বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে এতিম হয়ে যায়। তাদেরকে যদি কেউ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নিজের উত্তরাধিকার বানায় তো তাতে আল্লাহ সমস্যাটা কি? তুমি জানো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কত 'যুদ্ধশিশুকে' পশ্চিমা দেশে পোষ্য সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছে। এমনকি খ্রিস্টান চার্চ 'ঈশ্বরের সন্তান' বলে তাদেরকে ঠাঁই দিয়েছে। কি এমন প্রয়োজন পড়ল যে পৃথিবীর সবচেয়ে মানবিক একটি প্রথাকে বাতিল করার জন্য একদিন যাকে 'বৌমা' বলে ডেকেছে তার সঙ্গেই একখাটে শুতে হবে! একটা সুরা লিখে খালি বলে দিলেই হতো- পালক পুত্র বিধান আজ থেকে বাতিল করা হলো, ব্যস, তারপর জায়েদকে ডেকে বলে দিলেই হতো- দেখো হে, আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি আর পালক পুত্র-কন্যা সিস্টেমটা রাখবেন না কাজেই আজ থেকে তুমি আমার পুত্র না- ল্যাটা চুকে যেতো।

-'পালক পুত্র' সম্পর্কটা যে একটা কথার কথা আর কিছু না এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ জয়নবকে বিয়ে করতে বলেছিলেন। অথচ তোমরা নাস্তিকরা নবীজির চরিত্র নিয়ে নোংরা কথা বলো!

-আল তাবারী (The History of al-Tabari, vol. 8, p. 4) বলেছেন, জায়েদের অনুপস্থিতিতে মুহাম্মদ জায়েদের বাসায় যান। ঘরের মধ্যে তখন জয়নব চামড়া রঙ

করছিল, তার পোশাক আলগা হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদের দৃষ্টি সেদিকে পতিত হলে তিনি মৃদু হাস্য করেন এবং বলেন, আল্লাহ কার মন কখন যে পরিবর্তন করে দেয়...। জয়নব একথা শুনে ফেলেছিল আড়াল থেকে...। এ কথা কিন্তু শতভাগ সহি ইসলামী সোর্স বলছে। তবু কেন নাস্তিকদের উপর দোষ চাপাচ্ছো? দাস প্রথার মত মানব ইতিহাসের জঘন্য প্রথাকে ইসলাম বাতিল করেনি, অথচ পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীদের যাতে অনায়াসে বিয়ে করা যায় তার জন্য আয়াত নাযিল হয়ে গেছে! আসলে ঠিক কোন উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য? সুরা আহযাবের এই আয়াতটা খেয়াল করো, *"আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত...* (৩৩: ৩৭)। ঠিক কোন বিষয় গোপন করার কথা এখানে বলা হয়েছে? ইবনে কাথিরের সুরা আহযাবের তাফসিরে লিখেছেন, আল্লাহ আগেই জয়নবের সঙ্গে নবীর বিয়ে ঠিক করে ছিলেন এটাই নাকি তিনি গোপন করেছিলেন। অর্থাৎ এখানে সব কিছু আল্লাহ'র উপর চাপিয়ে নিজেকে দায় মুক্ত করেছেন। কিন্তু জয়নবকে বিয়ে করার একটাও যৌক্তিক কারণ দেখাতে পারেনি।

-নবীজির সমস্ত বিয়েই ছিল দ্বিনের স্বার্থে, কোন কামনাবাসনার বশে তিনি কোন নারীকে গ্রহণ করেননি। এসব তোমাদের জঘন্য মিথ্যাচার।

-তুমি সাফিয়ার কথা জানো? এই মহিলাও নবীজির একজন স্ত্রী। তাকে গণিমত হিসেবে নবীজি নিজের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। সে ছিলো এক ইহুদী সর্দারের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী। তার স্বামী, বাবা ভাইদেরকে যেদিন হত্যা করা হয়েছিল সেদিন রাতেই নবীজি তার সঙ্গে বাসররাত কাটান! তুমি যদি একটা নারীকে নুন্যতম মানুষ হিসেবে গোণ্য করো, মনে করো তার একটা মন বলতে জিনিস আছে তাহলে কি করে যেদিন তার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করে তার সঙ্গে বাসরঘর কাটাতো পারো?

-সাফিয়া কি তোমাদের কাছে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করেছে? কিংবা নবীজি মারা যাবার পরও তো সে বিদ্রোহ করতে পারত? এসব তোমাদের বানোয়াট দাবী সব!

-সাফিয়া কিছু বললেই সেটা প্রকাশিত হতো বুঝি? ইসলামের বিজয়ের পর সাফিয়ার কোন সুযোগ ছিল তার মনের কথা প্রকাশ করার? নবীর মৃত্যুর পর কি তার সাহাবীরা ক্ষমতায় ছিলেন না? তাছাড়া একজন নারীর কি করার থাকতে পারে শেষতক? মুক্তিযুদ্ধে কত হিন্দু নারীকে জোর করে রাজাকাররা উঠিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছিল। সেসব নারীরা কি দেশ স্বাধীন হবার পর রাজাকার স্বামীকে ত্যাগ করতে পেরেছিল? এই সমাজ, তার ধর্ম কি তাকে গ্রহণ করত? একজন নারীর প্রতি আজকের চেয়ে সেই ইসলামী যুগে কতটা ভয়ংকর ছিল সেটা আন্দাজ করতে হলে কিছু বিবেকবোধের প্রয়োজন। আফসোস সেটা তোমাদের নেই। ইবনে হিশাম লিখিত সিরাতুন্নবী পড়ে দেখো, সাফিয়া আর তার চাচাতো বোনকে যখন হযরত বিল্লাল টেনে হিছড়ে নবীজির কাছে আনছিল, তাদের দুপাশে মরে পড়েছিল তাদেরই মা, বাবা, ভাই, আত্মীয় পরিজন। সাফিয়ার চাচাতো বোন এত জোরে চিৎকার করে কাঁদছিল যে নবীজি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, এই ডাইনিটাকে আমার সামনে থেকে দূর করে নাও...। সাফিয়ার অপরূপ রূপ সৌন্দর্য দেখে নবীজি তার গায়ের চাদরটি সাফিয়ার গায়ে জড়িয়ে দেন। এটাই ছিল নিজের জন্য সাফিয়াকে রেখে দেয়ার ইঙ্গিত (সিরাতুন্নবী- ইবনে হিশাম, বুখারি, বই -৮, হাদিস-৩৬৭)। সেরাতেই নবীজি তার সাথে বাসরঘর কাটান। তাদের তাবুর পাশে সারারাত নির্ঘুম পাহাড়া দিয়েছিল সাহাবীরা। কারণ তাদের আশংকা ছিলো, সাফিয়া যদি প্রতিশোধ বশত নবীজিকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমন করে বসে...।

-এখন বুঝতে পারছি তোমাদের কেন কোপানো হয়! শুধু শুধু তোমাদের কোপায় না...

-যা বললাম সবই তো সহি ইসলামী সোর্স থেকে! একটাও নিজে থেকে বানিয়ে তো বলিনি! তুমি নিজে চেক করে পরে মিলিয়ে নিয়ো। রায়আনা বিনতে আমর নাম

শুনেছো? ইনি একজন ইহুদী যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে নবীজির ভাগে পড়েছিলেন। তাকে নবীজি বিয়ে করতে চাইলে ইনি গণিমতের মাল হিসেবে নবীর দাসী হিসেবে থাকতেই চেয়েছেন। নবীজির প্রস্তাবের জবাবে বলেছিলেন, "আপনি আমাকে দাসী হিসেবেই রাখুন। সেটাই আপনার ও আমার উভয়ের জন্যই ভাল হবে।" (ইবনে হিশাম, বণু কুরাইজা অভিযান, পৃষ্ঠা- ২৪১)। কি বলবে এটাকে তুমি? ধর্ম প্রচারের সঙ্গে এইসব হতভাগ্য নারীদের দাসী বানানোর কি সম্পর্ক? হাজার হাজার নারীদের যৌনদাসী করে আল্লাহ পৃথিবী কি শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন?

-আসলে তোমরা নাস্তিক নও, সব ইসলাম বিদ্বেষী একেকটা হিন্দুর বাচ্চা! সত্যিকারের কোন নাস্তিক কারোর ধর্ম নিয়ে আজেবাজে কথা বলে না।

-সত্যিকারের নাস্তিক ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলবে?

-যদি তোমরা সত্যিকারের নাস্তিক হতে তাহলে সব ধর্ম নিয়েই সমালোচনা করতে। খালি ইসলাম নিয়ে কথা বলতে না।

-ইন্ডিয়ার বাঘা বাঘা সব নাস্তিক হিন্দু ধর্মকে নেংটা করে ছেড়ে দেয়। ইউরোপ-আমেরিকার নাস্তিকরা খ্রিস্টান ইহুদী ধর্ম নিয়ে এমন সব কথা বলে যা তোমরা বাংলাদেশের নাস্তিকদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত পাওনি! আবার বাংলাদেশের নাস্তিকরা ইসলাম ধর্ম নিয়েই বেশি কথা বলে। যেমন পাকিস্তান, সৌদি আরবের নাস্তিকরা ইসলাম ধর্ম নিয়েই বেশি সমালোচনা করে। এর কারণটি কি? কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মই পেশি শক্তির কারণে সে স্থানে তাদের রক্তচক্ষু দেখাতে সক্ষম হয়। আর নাস্তিকরা সেটার বিরুদ্ধেই লড়াই করে। এসব কারণে প্রায় সব দেশেই নাস্তিকদের একটি বিশেষ ধর্মের বিদ্বেষী বলে দাবী করে ঐ বিশেষ ধর্মের অনুসারীরা। তবে হ্যাঁ... ইসলাম নিয়ে এখন সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কথা হয় এবং সে কারণে নাস্তিকরাও সেটা নিয়েই বেশি কথা বলে।

-কেন ইসলাম আলাদা এমন কি করেছে যে তারই সব দোষ! আর বাকী সবার চেয়ে তাকে বেশি কথা শুনতে হবে?

-বাহ্, এতদিন না তোমরাই বলতে ইসলাম অন্যসব ধর্মের মত নয়। একমাত্র জীবনবিধান! তাহলে তাকেই সবচেয়ে বেশি দায়টা নিতে হবে না? জিহাদ, ইসলামী শাসন, খিলাফত, কতল... এসব কারা চালাচ্ছে পৃথিবী জুড়ে? কারা অমুসলিমদের নিজ দেশ বের করে দেয়? তালেবান, আল কায়দা, বকো হারাম, আনসারুল্লাহ, জেএমবি হেফাজত ইসলাম, চরমোনাই, ওলামা লীগ... মুসলিম ফান্ডামেন্টালিস্টদের হাতেই গঠিত হয়।

-কেন হিন্দুরা শিবসেনা, বজরঙ্গি গঠন করে না?

-করে কিন্তু সেটা পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন মাত্র। হিন্দুদের ধর্মে কোন রাষ্ট্র কনসেপ্ট নাই। হিন্দুদের সর্বমান্য কোন ঈশ্বরও নেই তাদের একক কোন জীবন বিধানও নাই। আর ইউরোপে ধর্ম দিয়ে আজকের যুগে কোন নারীকে কি নিপীড়ন করা সম্ভব? তাদের আইন কানুন খ্রিস্টীয় মতে করতে হবে এরকম কোন দাবী উঠে? অথচ ওখানেও খ্রিস্টান মৌলবাদী সংগঠন আছে। কম-বেশি সব ধর্মের মৌলবাদীই প্রগতিশীলতার শত্রু। কিন্তু ইসলামের মত কি এতখানি ভাইরাল হতে পেরেছে? আর বাংলাদেশের বাস্তবতায় এখানে ইসলাম ধর্মের ফান্ডামেন্টালিস্টদের উত্থান, ইসলামী শাসন ও আইনের দাবীর রাজনৈতিক কারণেই নাস্তিকরা এই ধর্ম নিয়ে বেশি সোচ্চার। তাছাড়া বড় জিনিস যেটি, মুসলিমদের কাছে তাদের নবীর জীবন তাদের জন্য অনুকরণীয়! এখানে একটা নারী নীতি বাস্তবায়ন হতে পারে না মোল্লাদের বিরোধীতার কারণে। এদেশে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে ধর্মীয়ভাবে, সামাজিকভাবে- দুভাবেই বৈষম্যের শিকার হয়। কাজেই হিন্দুদের দশটা কুসংস্কার নিয়ে লেখার ফুরসতই পাওয়া যায় না। তবে মনে করো না, সব ধর্মকে সমান বাঁশ দিয়ে তোমাদের কাছে 'সহি নাস্তিক' স্বীকৃতি পাবার

কোন খায়েশ নাস্তিকদের আছে। বাংলাদেশের নাস্তিকধারীগুলো সব ইসলামী বিদ্বেষী মালাউন- এরকম প্রচারণায় এক ঢিলে তোমরা দুই পাখি মারতে চাও। নাস্তিকদের ‘ইসলাম বিদ্বেষী’ বলে আলাদা একটা টার্ম চালু করা আর হিন্দুদের ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। মদিনার ইহুদীদের যেভাবে ষড়যন্ত্রকারী আখ্যায়িত করে তাদেরকে সেদেশ থেকে বিতারিত করা হয়েছিল, এদেশের বাকী হিন্দুদের সেভাবেই বিতারিত করতে চাও...।

-যাই বলো, তোমরা নাস্তিক না, সব ইসলামী বিদ্বেষী...

-আচ্ছা যাও, তালগাছটা তোমাকেই দিয়ে দিলাম, ঠিকাছে?

সত্য ধর্মের সন্ধানে

-আলহামদুরিল্লাহ, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম!

-মিথ্যা ধর্ম আবার আছে নাকি?

-অবশ্যই আছে। ইসলাম ছাড়া বাকী সব ধর্মই মিথ্যা।

-তাহলে তারা যে ঈশ্বরকে মানে তারাও মিথ্যা?

-নিশ্চয়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুত নাই!

-দারুণ! এটা তাহলে নিশ্চিত হলো যে, ভুয়া ধর্ম আর ভুয়া ঈশ্বর আছে সেটা তোমরাও স্বীকার করো।

-না করার কি আছে। ওসব ভুয়া ধর্ম আর ভুয়া ঈশ্বরকে বাতিল ঘোষণা করেই ইসলাম এসেছে।

-তাহলে প্রথমে এটা মাথায় রাখো, নাস্তিকদের 'ঈশ্বর নেই' এই বক্তব্যের সঙ্গে তোমরা আসলে পরোক্ষভাবে একমত! মানে তোমরা নিজের ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান বাদে বাকীগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করো! যেমন আল্লার লোকজন ভগবান গড বিশ্বাস করে না। তেমনি ভগবানের লোকজন আল্লাহ গডকে বিশ্বাস করে না।

-শোন, পৃথিবীর শুরু থেকেই ইসলাম ছিল। হযরত আদম একজন মুসলমান ছিলেন। তার ধর্মও ইসলাম ছিল। যত নবী রাসূল এসেছিলেন সবাই মুসলমান ছিল আর তাদের ধর্মও ইসলাম ছিল। পৃথিবীতে যত মানুষ জন্মায় সবাই মুসলমান হয়েই জন্মায়। কিন্তু পরে দুনিয়াতে এসে কেউ হিন্দু খ্রিস্টান হয়ে যায় বাবা-মার ধর্মকে অনুসরণ করতে গিয়ে। কাজেই এসব ভাগবান গড তাদের মনগড়া।

-আমি তো অন্য কথা জানি। পৃথিবীতে আসলে প্রথম এসেছিল হাট্টিমাটিম। তারা মাঠে ডিম পারত। এই ডিম থেকেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। আর সব মানুষই তাই একজন হাট্টিমাটিম হয়েই জন্ম নেয়। তাদের সকলের ধর্মই হাট্টিমাটিমের ধর্ম...।

-হা হা হা হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে আসছে বন্ধু!

-তুমি হাসছ! আমার ভীষণ আঘাত লাগছে তোমার এরকম হাসাহাসি দেখে। আমার অনুভূতিতে তুমি কেন আঘাত করছ বন্ধু?

-হো হো হো... ঠিক আছে বন্ধু যাও হাসব না... তা তোমার এই বিশ্বাসের পিছনে কোন প্রমাণ আছে?

-অবশ্য আছে! এই যে নোটবুকটা দেখো, এখানে এটা লেখা আছে...

-এ্যাঁ, এটা কে লিখেছে?

-সর্বশক্তিমান হাট্টিমাটিম। তার একজন দূত আমার কাছে এসে এইসব খবর দিয়ে যাচ্ছে আর আমি সেটা নোটবুকে লিখে রাখছি। হাট্টিমাটিম বলেছেন, দুনিয়াতে কেউ মুসলমান হয়ে জন্মায় না। সবাই হাট্টিমাটিম হয়েই জন্মায়। তোমরা নফরমানি করে ঈশ্বর ভগবান গডকে প্রার্থণা করো, অথচ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মহান হাট্টিমাটিম!

-নির্ঘাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! তুমি কি বলছ তুমি বুঝতে পারছ? এসব হাবিজাবি কি করে তুমি বিশ্বাস করতে পারো তোমার মত যুক্তিবাদী শিক্ষিত মানুষ কেমন করে এসব রূপকথায় বিশ্বাস করে ভেবে পাচ্ছি না। আবার বলছ এসব তোমার কাছে একজন দুত এসে দিয়ে যায়! তুমি সিরিয়াসলি এসব যদি বলো তাহলে আমি ধরে নিবো তুমি হয় একজন মানসিক রোগী না হয় মিথ্যুক প্রতারক!

-আচ্ছা বন্ধু, তুমি একটু আগে সত্য ধর্ম সম্পর্কে যা বললে সেটা কিভাবে নিশ্চিত হলে?

-এসব আমাদের কুরআনে লেখা আছে।

-কুরআন কার কাছে আসে? মানে আমার কাছে যেভাবে হাট্টিমাটিম আসে সেভাবে?

-এ্যাঁ...হ্যাঁ...তুমি কিসের সাথে কিসের তুলনা করছ...

-না, না, আমি খারাপ কিছু বলছি না। আমি বলতে চাই, তুমি আমার হাট্টিমাটিমকে নিয়ে হাসাহাসি করলে। অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলে। তোমার এই অবিশ্বাস আর অবজ্ঞার পিছনে কোন যুক্তি ছিল না। থাকলে তুমি যে বইকে বিশ্বাস করো সেটার প্রক্রিয়াকে নিয়েও হাসাহাসি করতে। নাস্তিকদের সাথে তোমাদের বিশ্বাসীদের পার্থক্য এখানেই। তারা যুক্তি আর প্রমাণের ভিত্তিতে সব কিছু গ্রহণ ও বর্জন করে আর তোমরা স্রেফ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে। তুমি আমাকে যা বললে তার কোন প্রমাণ নেই। তুমি খালি এই কথাগুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছো। আদমের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ তোমার কাছে নেই। তুমি আদমকে প্রথম মানুষ বলে বিশ্বাস করো। কুরআন আর বাইবেলের হিসাব মত আদমের বয়স আজকের দিনে সাড়ে ৫ হাজারের উপরে হবে। অর্থাৎ সাড়ে ৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর প্রথম মানুষ 'আদম' পৃথিবীতে এসেছিল। অথচ পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের পূর্ব পুরুষ হোমো সেপিয়েন্সের যে ফসিল পাওয়া গেছে তা ল্যাবরোটারিতে কার্বন পরিক্ষা করে জানা গেছে এটির বয়স

৭০ হাজার বছর আগের! তাহলে আদম কি করে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ হয়? হোমো সেপিয়েন্সের ফসিলের প্রমাণ আছে। কিন্তু আদমের প্রমাণ কিন্তু আমার হাট্টিমাটিমের মত। তোমার কুরআনের মত। মানে স্রেফ একটা বইতে বা নোটবুকে লেখা আছে। তুমি যেমন আমার নোটবুকের লেখা বিশ্বাস করো না, আমি তেমন তোমার কুরআনের লেখা বিশ্বাস করি না। যেমন তুমি ওল্ডটেস্টামন্ট বা মনুসংহিতা বিশ্বাস করো না। আবার মনুসংহিতাকে যে ঈশ্বর প্ররিত বলে মানে সে তোমার কুরআনের কথাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু হোমোসেপিয়েন্সের কথা কোন ঈশ্বরের কিতাব পড়ে 'বিশ্বাস' করতে হয়নি। ওটা বিশ্বাসের জিনিস নয়। রীতিমত কার্বন পরীক্ষায় জানা গেছে হোমোসেপিয়েন্স পৃথিবীতে ৭০ হাজার বছর আগে হেঁটে চলে বেড়াতো...।

-শোন ভাই, এইসব হোমোসেপিন্সের কথা আমি জানি। কিন্তু আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি হযরত আদমই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ। প্লিজ, তুমি আমার বিশ্বাসকে আঘাত করো না। আমাকে আমার বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দাও! আমি তো তোমাদের বলছি না আদম হাওয়াকে বিশ্বাস করো। তোমার যা খুশি তাই বিশ্বাস করতে পারো।

-তো বন্ধু তুমিই না কিছুদিন আগে নাস্তিকদের ধরে ফাঁসি দেয়া উচিত বলে ফেইসবুকে পোস্ট দিয়েছিলে? অভিজিৎ রায়কে তার বইগুলোর জন্য হত্যা কারা উচিত ছিল বলে মত দিয়েছিলে? ...একটু আগেই মহান হাট্টিমাটিমকে নিয়ে উপহাস করলে? অভিজিৎ কিংবা কোন নাস্তিক কি তোমাকে তাদের লেখা জোর করে পড়তে বলে? তাদের ব্লগ কিংবা ফেইসবুক আইডিগুলোতে বাধ্যতামূলক হাজিরা দিতে বলে? মানুষ হোমোসেপিয়েন্সের মত একটা পূর্ব পুরুষের বিবর্তনের ফসল- এরকম ফসিলি প্রমাণপত্র যাদের বক্তব্যের পিছনের কারণ তাদের কথাতে তোমাদের কুরআনের দাবীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক লাগলে তোমরা ক্ষেপে যাও কেন? 'সত্য ধর্ম' বলে হাট্টিমাটিমের মতই হুবহু একটা ধর্ম বিশ্বাসকে পৃথিবীর বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলের কাছে শ্রদ্ধা আদায় করতে চাও, অথচ হাট্টিমাটিক ধর্মকে নিয়ে উপহাস করতে ছাড়ো না! খালি নিজের পাতে ঝোল টানার এই স্বভাব কবে ছাড়বে বলো তো বন্ধু?

-তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আল্লাহ বলেছেন, যাদের দিলে মোহর আঁটা হয়ে গেছে তারা কিছুতেই সত্যকে গ্রহণ করতে চাইবে না। আরো বলেছেন, তোমার ধর্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে...

-বুঝেছি বন্ধু, তুমি এখন 'মাক্কি' মুডে আছো!

-মানে কি বলতে চাও?

-বলছি তোমার 'মাদানী' মুড আসার আগেই আমার প্রস্থান করা উচিত... বাই বাই...

শয়তানের আয়াত

-যদি ছাগলে কুরআনের কোন আয়াত খেয়েও থাকে (নাউযুবিল্লাহ) তাতে কুরআনের কোন ক্ষতি হয়নি। রজম মারা আয়াত নাযিল হলে সাহাবীরা সেটা লিপিবদ্ধ করতে চাইলে নবী অস্বীকৃতি জানান (সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৮/২১১ এবং সুনানুল কুবরা নাসাঈ হাদিস নং ৭১৪৮)।

-এটা তো বিস্ময়কর কথা দেখছি! মুহাম্মদ আল্লাহর নাযিল করা আয়াত কুরআনে অন্তর্ভূক্ত না করার কে?

-ওরে মূর্খ নাস্তিক! কুরআনে মানসুখ বা রহিত করা আয়াতের কথা শুনিসনি? আল্লাহ যখন ইচ্ছা কোন আয়াত রহিত করতে পারেন। তার বদলে নতুন আয়াত নাযিল করতে পারেন। সুরা আহযাব, সুরা বাকারার মত দীর্ঘ ছিল পরে আল্লাহপাক কেটে ছোট করে দেন (আবু দাউদঃ হাদীস নং: ৫৪০)।

-তাই নাকি? তা কুরআন না লওহে মাহফুজে পুরোটা লিপিবদ্ধ আছে পৃথিবী সৃষ্টির আগেই! তা লাত, উজ্জা, মানাত দেবীকে আল্লার অংশীদার করে মুহাম্মদ যেটা নাযিল করেছিল সেটা কি মানসুখ ছিল?

-না, না ওটা শয়তান জিব্রাইলের ছল ধরে নবীজিকে বিভ্রান্ত করেছিল। কুরআনের সুরার মত করে শয়তান তার মনগড়া কথা নবীকে শুনিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহপাক সেই আয়াত পরে বাতিল করে দেন।

-এবং নবী সেই শয়তানের বলা সুরা আবৃত্তি করে লাত, উজ্জার সামনে শিজদা করে শিরক করেছিল- তাই না?

-নাউজুবিল্লাহ! কে বলছে এইসব কথা?

-সুরা ওয়ান-নাজমের সেই বাতিল করা আয়াত সম্পর্কে তাবাবির, ইবনে হিশাম লিখে গেছেন। আয়াতগুলি ছিল এরকম: *"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে? এবং তৃতীয় আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে? তাঁরা হলেন উচ্চপর্যায়ের গারানিক (এক প্রজাতির পাখি); তাঁদের কাছে সাহায্য চাওয়া যায়"- এটা বলেই মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের নিয়ে কাবার সামনে সেজদা দেয়। আবিসিনিয়াতে হিযরত করতে যাওয়া সাহাবীরা মুহাম্মদকে কুরাইশদের সঙ্গে এভাবে আপোষ করতে দেখে হতাশ হয়ে পড়েন। মক্কায় তার সামনে থাকা সঙ্গীদের কেউ কেউ এটা মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু কুরাইশরা খুশি হয়েছিল। বিস্তারিত জানতে তাবারির তাফসির দেখুন* http://www.islam-watch.org/books/Life-of-Muhammad-Ibn-Ishaq/

-ওহে নরকের কীট নাস্তিক! শয়তান নবীকে ধোঁকা দিয়েছিল। এটা নিয়ে কেন ত্যানা প্যাঁচাচ্ছো?

-বারে আল্লাহ না চ্যালেঞ্জ করেছিল, 'যদি এই কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনায়নের জন্য মানুষ ও জ্বীন সমবেত হয় এবং পরস্পরকে সাহায্য করে তবু তারা এর অনুরুপ আনয়ন করতে পারবে না' (সুরা বণি ইসরাইল, আয়াত ৮৮)? কিন্তু আমরা এখানে কি দেখতে পেলাম- শয়তান ঠিকই কুরআনের অনুরূপ আয়াত বানিয়ে মুহাম্মদকে বোকা বানিয়ে ফেলেছিল!

-এইসব ইয়াহুদি চক্রের জঘন্য মিথ্যাচার! ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত করে মুসলমানদের ঈমান দুর্বল করার মিশনে নেমেছে। বাংলার নাস্তিক কূল সেই মিশনের একটা অংশমাত্র...

-আমি তো ইসলামী রেফারেন্স দিলাম! আপনে কি ইবনে হিশাম থেকে বেশি ইসলাম জানেন? আল তাবারির থেকে বেশি পন্ডিত?

-এইসব দেখিয়ে কোন লাভ নাই। আমাদের নবীকে কি ভুয়া প্রমাণ করতে চাও? তার আগমনের কথা ইহুদীদের কিতাবে হাজার বছর আগেই বলা আছে। এটাই কি সত্য নবীর প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ নয়?

-তাওরাতে কি এভাবে লেখা ছিল, আবদুল মোতালিবের পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে মুহাম্মদ নামে যে জন্ম নিবে সেই হবে আখেরী নবী?

-এ্যাঁ... না...হ্যাঁ...

-এভাবে যে লেখা থাকবে না সেটা পরিষ্কার কারণ এভাবে লেখা থাকলে বহু লোক আগেই নাম ঠিক করে নিজেদের মধ্যে কাউকে নবী বানিয়ে ফেলত। তাওরাত আসলে নতুন নবীকে দেখে চেনার কতগুলি চিহ্ন প্রকাশ করেছিল মাত্র। সেটাই মুসলমানরা মুহাম্মদ বলছে। খ্রিস্টানরা যীশু বলছে...।

-তাওরাতে মুহাম্মদ (সা:) কথাই লিখা আছে...

-দেখাতে পারবেন?

-ইহুদীরা তাদের কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে!

-বেশ এ কথার উত্তর পরে দিচ্ছি। তার আগে বলুন কুরআনে ইব্রাহিম নবী তার কোন পুত্রকে কুরবানী দিতে চেয়েছিল বলে উল্লেখ করেছে?

-এই কথা এখানে উঠল কেন?

-দরকার আছে। বলবেন একটু...

-ইয়ে... সরাসরি কারোর নাম নাই তবে বর্ণনা শুনে মনে হয় সেটা ইসমাইল নবীই হবে।

-তাওরাতে কিন্তু সরাসরি ইসহাকের নাম উল্লেখ করেই বলা হয়েছে ইব্রাহিম তাকেই কুরবাণী দিতে চেয়েছিল। তাওরাত মুসলমানরা তাদের আল্লার কাছ থেকেই নাযিল বলে দাবী করে। সেখানে ইসহাককে কেন তাহলে আল্লাহ উল্লেখ করল?

-ইহুদীরা তাওরাত বিকৃত করে ফেলেছিল! তারা ইচ্ছা করেই ইসমাইল নবীর নাম কেটে ইসহাকের নাম পরে বসিয়ে দিয়েছে।

-এসব দাবী করতে আপনাদের কোন রেফারেন্স দেয়া লাগে না। কেউ আপনাদের কাছে সে রেফারেন্স দাবীও করে না। তাওরাত লেখা হয়েছিল মুহাম্মদের জন্মে দেড় হাজার বছর আগে। ততদিনে তাওরাত পৃথিবীর নানা ভাষায় লিখিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনারা কি এমন একটা তাওরাতের প্রাচীন কপি দেখাতে পারবেন যেখানে ইসহাকের জায়গায় ইসমাইলের কথা লেখা আছে? ইহুদীরা কিভাবে হাজার বছর আগেই জেনে যাবে কুরাইশ মুহাম্মদ নিজেকে ইসমাইল বংশ দাবী করবে? এই যে ইসমাইল নবীর বংশধর দাবীটিও কি প্রমাণ করা যাবে?

-আলবাৎ যাবে! সাহাবী কেরামরা, নবীজি নিজে তার বংশ তালিকা বলে গিয়েছেন। হযরত আদম থেকে ধরে আমাদের নবীজি হচ্ছে ৫০ তম বংশধর। হাদিসের এই তালিকা পৃথিবীর কোন ইতিহাসবিদই ভুল প্রমাণ করতে পারে নাই। কিয়ামত পর্যন্ত সেটা পারবেও না ইনশাল্লাহ!

-ইতিহাসবিদ লাগবে না। আমিই ভুয়া দেখিয়ে দিচ্ছি। মুহাম্মদ জন্ম নিয়েছে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। প্রতি প্রজন্ম ধরা হয় ২৫ বছর করে। আদম থেকে মুহাম্মদ ৫০

জেনারেশন ধরলে প্রতি জেনারেশনকে বাড়িয়ে ৩৫-৪০ করে ধরলেও সেটা ২০০০ বছর হয়। তার মানে মুহাম্মদ থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগে আদমের জন্ম বা তার পৃথিবীতে আগমন। অথচ মিশরের একেকটা পিরামিডই ২০০০ বছরের বেশী পুরোনো! আরও যদি বলি, পৃথিবীতে লিখিত অবস্থায় যে প্রথম মহাকাব্য "গিলগামেশ" পাওয়া যায়, তার বয়সই মুহাম্মদ থেকে ৩০০০ বছরের বেশী পুরোনো! তার মানে আদমের আগেই পৃথিবীতে পিরামিড ছিল আর "গিলগামেশ" লেখা হয়েছিল! এরকম গাঁজাখুরী হিসাব যারা করেছিল তাদের পৃথিবীর সভ্যতা সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। পিরামিডের সময়কালের অনেক আগেই মানুষের লিখিত ইতিহাসের সূচনা হয়ে গেছে। কি সব আজগুবি দাবীকে আপনারা বিশ্বাস করেন চোখ বুজে!

-দুর হালা নাস্তেক! তগো লগে কথা কইয়াই সময় নষ্ট!...

মো: মডারেট ইসলাম

তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন না, তবে জুম্মা সাধারণত মিস করেন না।... শুকরের চর্বি আছে এমন কোন প্রসাধন ব্যবহার করেন না তবে "ওকেশনে" মদ্য খান।... আধুনিকতার নামে মেয়েদের হাল ফ্যাশানের পোশাককে তিনি সাপোর্ট করেন না তবে তার মোবাইলে পর্ণ নিয়মিত আপডেট হতে থাকে। ...হ্যা, তিনি এই গল্পের প্রধান চরিত্র মো: মডারেট ইসলাম। শিক্ষিত, পোশাকে-আশাকে পশ্চিমী, দাড়ি রাখেননি, গার্লফেন্ড আছে, বিয়ে বর্হিভূতভাবে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কও এরিমধ্যে একাধিকবার হয়েছে কিন্তু তিনি লিভটুগেদার, সমকামিতার মত "পশ্চিমা সংস্কৃতিগুলো" আমাদের মত ইসলামী কান্ট্রিতে অনুপ্রবেশে করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। মুসলমানের আসলই হচ্ছে আখলাক, মানে চরিত্র, কিন্তু প্রকৃত ইসলামী জ্ঞানের অভাবে মুসলিমরা আজ ইহুদীনাসারাদের দেখানো খোলামেলা জীবনে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মো: মডারেট ইসলাম তাই আরো বেশি করে ইসলামকে আকড়ে ধরছেন। ইসলামী সংস্কৃতি, আদব-কায়দার উপর বেশি করে জোর দিচ্ছেন। আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্রে এমনিতেই আমাদের ঘরের মেয়েরা বেয়াল্লাপনা শিখছে রাত-দিন। এটা বড়ই আফসোসের কথা গোটা মুসলিম জাহানের জন্যই।...

এমনিতে তিনি সাধারণ মোল্লা-হুজুরদের উপর খুবই বিরক্ত। কারণ তারা ধর্মকে হাস্যকর করে তোলে। এদের ওয়াজগুলোর বেশির ভাগ গ্রাম্যতায় ভুরপুর। তিনি জানেন এটা বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে মৌলবীগুলোর ইসলামী ব্যাখ্যা অচল! অথচ চৌদ্দশো বছর আগে নবীজির প্রতিটি কাজ, তার প্রতিটি অভ্যাস ছিল সায়েন্টিফিক।

আজকের বিজ্ঞান তা-ই করছে যা নবীজি তার জীবনে করে গেছেন। এই যেমন নবীজি খাওয়ার আগে জিভের ডগায় একটু লবণ ছুঁয়ে নিতেন, এর উদ্দেশ্য ছিল খাবার হজম হতে সাহায্য করা। আজকের সায়েন্স সেই একই কাজ করেছে স্যালাইন তৈরির মাধ্যমে! লবণ-পানি পেটের অসুখের জন্য যে কার্যকর সেটা চৌদ্দশত বছর আগেই নবীজি জেনে গিয়েছিলেন! কেমিস্টির এক অধ্যাপক তাবলীগ জামাতে এলাকার মসজিদে এসে বিজ্ঞান ও ইসলাম যে এক ও অভিন্ন সেটা হাজার হাজার উদাহরণ দিয়ে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি নিজে নেটে বহু হাদিস পড়েছেন। তাতেই তিনি বুঝেছেন সাধারণ মানুষ কি ভুল ইসলামকেই না জেনে বসে আছে! এই যে আজকাল ইন্টারনেটে একদল নাস্তিকের উদয় হয়েছে এদের আর দোষ কি, এরা তো এইসব ভ্রান্ত ইসলামকে জেনেই তার সমালোচনা করে। হাসি-ঠাট্টা করে। অথচ আইনস্টানই বলেছেন, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অচল, আবার ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অচল! এতবড় বিজ্ঞানী ধর্মকে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন অথচ কিছু পোলাপান...এক পাকনা পোলা সেদিন এ কথা শুনে বলে, আইনস্টাইন তো ছিল ইহুদী, তিনি ইসলাম ধর্মের কি জানেন? তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন সেটা বলেছেন ইহুদী ধর্মকে মিলিয়ে নিয়ে, আপনি কি ইহুদী ধর্মকে মানবেন? ... বেয়াদপ পোলাপান, কিছু জানে না, কিছু পড়ে না- না জেনে- না শুনে ঠাস করে একটা মন্তব্য করে বসে। আরে ব্যাটা সবাই-ই মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়! আইনস্টাইনও তাই একজন মুসলমান! প্রতিটি শিশুই জন্ম নেয় মুসলমান হয়ে। ঈসা নবী, মুসা নবী সবাই ইসলাম ধর্মই প্রচার করছেন। পরে তাদের প্রচারিত বাণীকে বিকৃত করে এইসব ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্মের জন্ম হয়েছে...।

এইসবই হচ্ছে ইসলামকে না জানার কুফল! এক নাস্তিক বন্ধু সেদিন তাকে বলল, এটা কিন্তু বন্ধু কাজটা ঠিক হয় নাই! হিন্দুদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলাটা কি ঠিক হইছে?

তিনি সব জান্তার মত মুখ ছড়িয়ে হাসলেন। তারপর বন্ধুর দিকে সোজা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাকিয়ে বলল, তুমি কি জানো হিন্দু ধর্মের কোথাও মূর্তি পূজার কথা বলা নাই! হিন্দুদের মূর্তি পুজার বয়স বড়জোর কয়েকশ বছর। হিন্দুরাও একেশ্বরবাদী ছিল।...

নাস্তিক বন্ধু মাথা নেড়ে অসম্মতির সঙ্গে বলে, যাই হোক, তাদের মূর্তিগুলো ভেঙ্গে কি ঠিক কাজটা হলো?

সে বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে ঠুকে ঠুকে জোর দিয়ে বলল, আমি তোমাকে বেদ-উপনিষদ থেকে দেখিয়ে দিবো হিন্দুরা মূর্তি পূজা করতো না- বুঝলা?...

আসলে হিন্দুরা নিজের ধর্মটাকেও ঠিক মত জানে না। কত হিন্দু পোলাপানকে জিজ্ঞেস করেছে তারা বেদ পড়েছে কিনা- না, এরা গীতাই পড়েনি! মো: মডারেট ইসলাম এ জন্য একটু গর্ব অনুভব করেন। তিনি হিন্দু ধর্মের অনেক কিছু জানেন। ধর্মীয় তর্কাতর্কির সময় উদাহরণ দিতে গিয়ে হিন্দু ধর্মের পুরাণ থেকে বর্ণনা করে নিজের পান্ডিত্বকে জাহির করেন। এ জন্য সাধারণ ধার্মীকদের সঙ্গে কথা বলতেই তার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। এদেরকে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত ইসলামের ব্যাখ্যা করতে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। মাদ্রাসার হুজুরদের ইসলাম থেকে তার ইসলাম অনেক আধুনিক-তিনি নিজে সেটা মনে করেন। কিন্তু আলাপচারিতায় সবচেয়ে বিরক্ত লাগে এক শ্রেণীর সেক্যুলারদের ভাবসাব দেখে। ইসলাম যে কত বড় সেক্যুলারিজম সেটা তাদের চোখে পড়ে না! মক্কা বিজয়ের পর নবীজি ইচ্ছা করলে সব কাফেরদের হত্যা করতে পারতেন না? পারতেন তো, তবু দেখো সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন! কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা সব সময় অভিযোগ করে ইসলাম নাকি অবিশ্বাসীদেরকে হত্যার উসকানি দেয়...

মডারেট ইসলামের সেই নাস্তিক বন্ধু মনে হয় এখন পুরাপুরি "ইসলাম বিদ্বেষী" হয়ে গেছে। সে বলেকি, মক্কায় তো ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই ইচ্ছা করলে কুরাইশরা নবীজিকে খুন করে ফেলতে পারতো। তাদের বাপ-দাদার বিশ্বাসকে নিয়ে কটুক্তি, বিদ্রুপ করার পরও তারা নবীজিকে জানে মারেননি। মক্কা বিজয়ের আগে কুরাইশরা সেরেন্ডার করেছিল এই শর্তে যে, তারা সবাই ইসলামকে গ্রহণ করবে, নবীজিকে নবী হিসেবে মেনে নিবে বিনিময়ে তাদের কাউকে কিছু করা হবে না। এই শর্তেই তারা মুসলমানদের বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করতে দিয়েছিল। কাজেই শুধু শুধু হত্যাকান্ডের তো কোন প্রয়োজন নেই। কোন দুরদর্শি নেতাই অহেতুক রক্তপাত করতে চাইবেন না। কিন্তু কাবায় রাখা ৩৬০টা মূর্তি ভাঙ্গাটাকে আর যাই হোক সেক্যুলারিজম বলা যায় না দোস্ত!

এবার মো: মডারেট ইসলাম উত্তেজিত না হয়ে পারলেন না। বললেন, একটু বিবেচনা করে দেখো, যে ঘরে মুসলমানরা নামাজ পড়তো, যেটা আল্লার পবিত্র ঘর সেখানে যদি ৩৬০টা মূর্তি রেখে পূজা করে সেটা মুসলমানরা কেমন করে সহ্য করে? তখন কি করা উচিত তাদের?

-মুসলমান কোথায়? নামাজ নাই, মুহাম্মদ নাই, আবদুল মুত্তালিব ওখানে কি নামাজ পড়তো?

-নবীজির বংশ ইব্রাহিমি ধর্মের অনুসারী ছিল। তারা পূজা করতো না।

-তাই নাকি? প্রত্যেক বছর হজের মৌসুমে পৌত্তলিকরা এসে যে ট্যাক্স দিতো মূর্তিগুলারে- সেটা খেয়েই তো বাঁচতো!

-বন্ধু, তোমার জানায় কমতি আছে। ভাল করে পড়ো। ভাল করে জানো...

-আমি যা বলছি তা হাদিস, ইবনে হিশাম, ইবনে ইসহাক থেকে...

-এসব প্রকৃত ইসলাম না! এরা ইহুদীদের দালাল, শিয়া গোষ্ঠির লিখিত গল্প-কাহিনী!

-তাহলে ইসলামকে জানবো কোত্থেকে?

-কুরআন পড়ো। ভাল করে কুরআন পড়ে দেখো সব জানতে পারবে।

-শুধু কুরআন পড়ে তো সব বুঝা যাবে না।

-কে বলেছে যাবে না? কুরআনের মধ্যে দুনিয়ার এমন কোন প্রশ্ন নাই যার উত্তর বলা নাই!

-একজন তাফসিরকারকের নাম বলো তো যার তাফসির তোমার ভাল লাগছে।

-অনেকেই আছে। ... এই ধরো মাওলানা হাকিমপুরী...

-তার তাফসির যে সঠিক সেটা তুমি নিশ্চিত হলে কিভাবে?

-অবশ্যই তারটাই এক নম্বর।

-আমাকে তো একজন মাওলানা সাহেব বলেছেন সে একটা কাফের!

-আসতাগফিরুল্লাহ! আল্লার ওলি উনি!

-মাওলানা সাহেব বলেছে হযরত হেকমত (র:)-এর তাফসির সবশ্রেষ্ঠ।

-ছি: ছি: সে একটা ফাসেক! সে নবীকে নিয়ে বেয়াদপি করেছে!

-তার মানে তোমরা নিজেরাই ইসলাম নিয়া একমত হতে পারলা না।

-ইসলাম নিয়ে একমত মানে? ইসলাম একটাই যেটা আল্লা আর তার নবী বলে গেছেন।

-বেশ তুমি যে ইসলামকে মান্য করো সে মোতাবেক আফগানিস্থানের বুদ্ধ মূতিগুলোরে ভাঙ্গা সঠিক ছিল না ছিল না- সেটা বলো?

-এই জন্যই বলি বন্ধু একটু পড়াশোনা করে তারপর কথা বলতে আসো। তুমি জানো, বুদ্ধ তাকে নিয়ে এইসব পুজাফুজা করতে নিষেধ করে গেছেন? তিনি যে শেষ নবীর আগমনের বার্তা তার শিষ্যদের জানিয়ে গেছেন- সেইটা জানো?

–এইসব তথ্য কোত্থেকে পাও তুমি? আর তাতেই অন্যের বিশ্বাসের মূর্তিকে ভাঙ্গতে হবে?

-তোমাগো মিয়া সব সময় দেখছি মূর্তি ভাঙ্গলেই খালি জ্বলে। যখন বাবরী মসজিদ ভাঙ্গছিল তখন তোমরা কই ছিলা?

-এখানেই ছিলাম বন্ধু। যখন বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা হইছিল তখন হিন্দুদের মন্দির আর বাড়ি-ঘর পাহাড়া দিছি রাত জেগে।

-এই তো, তোমরা নিজেগো কও নাস্তিক আবার মন্দির পাহারা দেও... আসলে তোমরা নাস্তিক না, নাস্তিক মন্দির পাহাড়া দিবো কেন। এই দেশে যারা নাস্তিক সেজে ইসলামরে কটাক্ষ করে তারা আসলে এক- একটা হিন্দু- আমার কাছে তার প্রমাণ আছে!

-এইটা তুমি কি বললা বন্ধু! তুমি তো আমারে চিনো। আমার বাপ-মারেও চিনো। আমি কি হিন্দু?

-তুমি গুমরাহীর দিকে গেছো গা! ইহুদীদের লেখা বই পড়ে তুমি বিভ্রান্ত। আল্লাপাক তোমারে হেদায়ত দিক!...

...এরপর দেশে অনেক জল গড়ালো। রাজাকারদের ফাঁসির দাবীতে শুরু হওয়া আন্দোলন ঠেকাতে “ইসলামের বন্দুরা” মাঠে নামলো। নাস্তিক ব্লগারদের ফাঁসির দাবীতে আলেম-ওলামারা আকাশ কাঁপিয়ে ফেললো। আমাদের মো: মডারেট ইসলামও বেজায় ক্ষ্যাপা নাস্তিকদের উপর। আসলে এরা নাস্তিক না, এরা হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী। ইহুদীচক্রের টাকা-পয়সা খেয়ে নেটে নবীকে নিয়ে কুৎসা রটায়। যদিও তিনি রাজপথে নাস্তিক কতলের আন্দোলনে সরাসরি নামেননি। ঘরে বসেই সমর্থন করে গেছেন। নাস্তিকদের যে বিচার হওয়া উচিত তাতে কোন সন্দেহ মো: মডারেট ইসলামের নেই। তারপর সেই “ইসলামের বন্দু” আন্দোলনের সময়ে একজন নাস্তিক ব্লগারকে যখন কিছু জিহাদী খুন করলো তখন একদিন মো: মডারেট ইসলামের নাস্তিক বন্ধু ফেইসবুকের ইনবক্সে এসে জিজ্ঞেস করলো, বন্ধু, এই হত্যাকান্ড কি ইসলামসম্মত?

-আমাগো নবীরে নিয়া চরিত্রহনন করবা- পাবলিক ক্ষ্যাপবো না?

-আমি জানতে চাচ্ছি ঐ পোলাপানগুলি যা করছে তা ইসলামসম্মত কিনা?

-নবীপ্রেমিরা কি তাদের জীবন থাকতে তার অপমান সহ্য করবে বলতে চাও?

-ওকে বন্ধু, যথেষ্ঠ, বুঝতে পারছি।

মো: মডারেট ইসলামের এই নাস্তিক বন্ধুটি সেই টালমাটাল দিনে কিছুদিন আইডিটা ডিজেবল করে রেখেছিল। বহুদিন পাত্তা নেই। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হতে হঠাৎ একদিন ফের ফেইসবুকে সাক্ষাৎ।

-বেকোহারাম যে স্কুলের মেয়েগুলোকে বেশ্যার মত ব্যবহার করছে, তাদের নিলামে তুলে বিক্রি করছে, এসব কি? তোমার ইসলাম কি বলে?

-বেকো হারাম ইসলামের কে? কোন একটা সংগঠন যা করবে তার দায় কি ইসলামের? ধরো গান্ধিজীর নামে একটা সংগঠন, সেই সংগঠনের পোলাপান ডাকাতি করে, তার জন্য কি তুমি গান্ধিজীকে দায়ি করবে?

-অকাট্ট যুক্তি! বলছো, এসব ইসলামসম্মত নয়?

-তারা সহি ইসলামকে অনুসরণ করে না।...

-আইএস যে মানুষের মন্ডু কেটে উল্লাস করছে সেটা কি ইসলাম সম্মত না?

-এরা আমেরিকার সৃষ্টি!

-পাকিস্তানের যে শিশুগুলোরে হত্যা করা হলো সেটা?

-তারা সহি মুসলমানই না!

-বন্ধু, তুমি তো নাস্তিক কতলের আন্দোলনের সময় পোস্ট দিতা- নবীর সঙ্গে বেয়াদপী করা কুলাঙ্গার নাস্তিক ব্লগারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত যাতে কেউ ভবিষ্যতে কটুক্তি করতে সাহস না করে!

-হ্যা দিছি, কি হইছে?

-বেকো হারাম, তালেবানরাও সেই একই রকম সাজা দিছে- এর জন্য তারা কেন সহি মুসলমান হবে না?

-তুমি কি বলতে চাও?

-আমি বলতে চাই শরমের কি আছে এখানে?

-কিসের শরম?

-আমিও তো তাই বলি, কিসের শরম? আল্লার নবী বলছে, স্বয়ং আল্লা বলছে- এটাই তো যথেষ্ঠ- তাই না? মিয়া মডারেট, মাথায় কাপড় তুলতে তুলতে যে পিছন উদাম হয়ে যাচ্ছে সেই খবর আছে?...

মো: মডারেট ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে তার নাস্তিক বন্ধুকে ব্লক করে দিলো। এইসব নাস্তিক নামের ইসলাম বিদ্বেষীরা আর সব ধর্ম বাদ দিয়া শুধু ইসলামের পিছনে লাগছে বিশেষ উদ্দেশে। এরা আসলে সবক'টা হিন্দু! ... ইহুদীর দালাল... সহি ইসলাম কি জিনিস এখনো চেনেনি...

সমাপ্ত
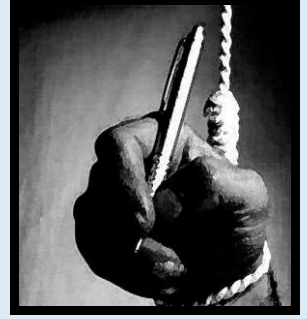
সুষুপ্ত পাঠক

বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার প্রসারে ব্লগ, ফেসবুক এবং অনলাইন ওয়েবে যেকজন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে নিজের স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে সুষুপ্ত পাঠক অন্যতম।

গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সহজাত দক্ষতায় তার প্রতিটি লেখা অনন্য হয়ে ওঠে প্রতিবার! অনেকেই যখন চটুল বিদ্যায় নিজেকে রংয়ের ফাঁনুস তৈরি করতে ব্যস্ত, ঠিক সে সময়ে সুষুপ্ত পাঠক নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন মিথ-প্রথা-আচারের মুখোশ উন্মোচনে। লেখার জগতে তার কলম-কিবোর্ডের আছে ঈর্ষা করার মত প্রাচুর্য! এবং বারাবরের মতই তার লেখার মূল লক্ষ্য মানবিক মানুষের নির্মাণ।

'ইসলামের নয়কাহন' তার দ্বিতীয় প্রকাশিত ইবুক।

নরসুন্দর মানুষ